কবরস্থানে আর জায়গা নেই, গাজার হাসপাতালে লাশের পাহাড় জমছে

সারে-জমিন

রেশনে চাল, আটা কম দেওয়ায় বিক্ষোভ

রূপসী বাংলা

গাজা যুদ্ধের বৈশ্বিক প্রতিক্রিয়া বিশ্বব্যবস্থা বদলের ইঙ্গিত

সম্পাদকীয়

জাতীয় শিশু দিবসে শিশু পাচার রোধের অঙ্গীকার

সাধারণ

বিশ্বকাপে নেট বোলিংয়ে নজর কাড়ল বসিরহাটের ছেলে জিন্না

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
১৫ নভেম্বর, ২০২৩
২৮ কার্তিক ১৪৩০
৩০ রবিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 18 ■ Issue: 307 ■ Daily APONZONE ■ 15 November 2023 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

মোদির বিরুদ্ধে মন্তব্যের দায়ে প্রিয়াঙ্কাকে নোটিশ ইসির

আপনজন ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে অসত্য ও মিথ্যা মন্তব্যের অভিযোগে কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধিকে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের একটি নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে 'মিথ্যা' ও 'অযাচাইকৃত' মন্তব্য করেছেন বলে বিজেপি যে অভিযোগ করেছে, তার ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাত ৮টার মধ্যে তার বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে বলেছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া আবেদনে বিজেপি প্রিয়াঙ্কা গান্ধির বিরুদ্ধে 'ভিত্তিহীন ও মিথ্যা' দাবি করার অভিযোগ এনে বলা হয়, নরেন্দ্র মোদী সরকার পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং (পিএসইউ) বেসরকারিকরণ করেছে।

তিনি অভিযোগ করেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী তার শিল্পপতি বন্ধুদের পিএসইউ বিএইচইএল দিয়েছেন। নির্বাচন কমিশন মঙ্গলবার আম আদমি পার্টিকে তাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় মোদিকে অপমানজনক মন্তব্য করায় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছে।

জয়নগরে পুলিশের বাধার মুখে নওশাদ, সুজন, কান্তিরা

নকীব উদ্দিন গাজী ● জয়নগর

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরের দলুয়াখাকি গ্রামে ফজরের নামজের সময় ত্রিক তৃণমূল নেতা গুলিতে খুন হন। তার জেরে পার্শ্ববর্তী দোগাছিয়া গ্রামের সিপিএম সমর্থকদের বেশ কিছু বাড়ি ভাঙচুর করা হয়। সেই পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে গেলে বাম প্রতিনিধি সুজন চক্রবর্তী, কান্তি গাঙ্গুলি, শমিক লাহিড়িকে ঢুকতে দেয়নি পুলিশ। একইভাবে আইএসএফ চেয়ারম্যান তথা ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী দোগাছিয়া গ্রামে ঢোকার আগে পুলিশের বাধার মুখে পড়েন। পুলিশের সঙ্গে কার্যত ধস্তাধস্তি ও বচসায় জড়িয়ে পড়েন তারা। বারুইপুর পুলিশ জেলার এসডিপিও, কুলতলির আইসির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল রাস্তায়। নওশাদ সিদ্দিকীর গাড়ি বামনগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ঢোকার মুখে পথ আটকান পুলিশকর্মীরা। এরপর গাড়ি থেকে নেমে আসেন ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। আইএসএস কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয় পুলিশের। পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। পুরিশ জানায়, বহিরাগত হওয়ার কারণে ওই এলাকায় ঢুকতে দেওয়া হবে না।

কর্নাটকে নিয়োগ পরীক্ষায় মাথা ঢাকা পোশাক নিষিদ্ধ

অনুমতি শুধু মঙ্গলসূত্র, পায়ের আঙুলের আংটিতে

আপনজন ডেস্ক: কর্নাটক এক্সামিনেশন অথরিটি কর্তৃপক্ষ সে রাজ্যে ১৮ ও ১৯ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বিভিন্ন রাজ্য পরিচালিত বোর্ড ও কর্পোরেশনের নিয়োগ পরীক্ষার জন্য একটি ড্রেস কোড জারি করেছে। তাতে কর্নাটক সরকার নিয়োগ পরীক্ষার সময় হিজাব সহ সমস্ত ধরনের মাথা ঢেকে রাখা নিষিদ্ধ করেছে। অবশ্য, মঙ্গলসূত্র এবং পায়ের আঙুলের আংটি পরার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

কেইএ নিষিদ্ধ আইটেমগুলির একটি তালিকাও জারি করেছে, যার মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রনিক ডিভাইস, মোবাইল ফোন, পেন ড্রাইভ, ইয়ারফোন, মাইক্রোফোন, ব্লুটুথ ডিভাইস এবং হাতঘড়ি। পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা কেন্দ্রের অভ্যন্তরে এগুলো ব্যবহার করতে পারবে না। পরীক্ষা কক্ষে ব্লুটুথ ডিভাইসের ব্যবহার রোধে মাথায় টুপি বা অন্য কোনো পোশাক পরা নিষিদ্ধ। মাস্ক পরাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া, পেন্সিল, কাগজ, ইরেজার, জ্যামিতি বাক্স এবং লগ টেবিলগুলিও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মহিলা প্রার্থীরা বিস্তৃত সূচিকর্ম, ফুল বা বোতামযুক্ত পোশাক পরতে পারবেন না। পরীক্ষার হলের ভিতরে পুরো হাতের পোশাক, জিন্স প্যান্ট, উঁচু হিলের জুতা বা স্লিপার পরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 'মঙ্গলসূত্র' এবং 'কালুঙ্গুরা' (পায়ের আংটি) ব্যতীত ধাতব গহনা নিষিদ্ধ। পরীক্ষার দিন পূর্ণ হাতা শার্ট পরার অনুমতি না থাকায় পুরুষ প্রার্থীদের হাফ স্লিভ শার্ট

পরতে বলা হয়েছে। কেইএ-র মতে, পুরুষ প্রার্থীদের পছন্দের ড্রেস কোড হল প্লেইন প্যান্ট, তবে 'কুর্তা পাজামা' এবং জিন্স প্যান্ট পরার অনুমতি নেই।

অতর্র বলা হয়েছে, পুরুষ প্রার্থীদের পরিধান করা পোশাক হালকা হওয়া উচিত অর্থাৎ জিপ পকেট, পকেট, বড় বোতাম এবং বিস্তৃত সূচিকর্ম নয়। পরীক্ষার হলের ভিতরে জুতা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। প্রার্থীদের অবশ্যই স্যান্ডেল বা পাতলা স্যান্ডেল পরতে হবে।

এর আগে গত ৬ নভেম্বর কর্নাটক পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় অংশ নেওয়া এক মহিলাকে পরীক্ষার হলে ঢোকার আগে তার 'মঙ্গলসূত্র' সরিয়ে ফেলতে বলা হয়েছিল।

হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলির প্রতিবাদের পরে, কেইএ এখন মহিলাদের পরীক্ষার হলে মঙ্গলসূত্র এবং পায়ের আংটি পরার অনুমতি দিয়েছে এবং অন্যান্য গহনা নিষিদ্ধ করেছে।

রাজ্য সরকার দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির মতো অন্যান্য বোর্ড পরীক্ষার পাশাপাশি কেইএ দ্বারা পরিচালিত সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষাকেও অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এই নির্দেশটি প্রসারিত করেছিল। নির্দেশিকায় হিজাব নিষিদ্ধ করা হয়নি, তবে ধারণা করা হচ্ছে যে ব্লুটুথ ডিভাইস ব্যবহার করে অসদাচরণ বন্ধ করার জন্য ইসলাম এবং শিখ ধর্মের মতো বিভিন্ন ধর্মের সাথে সম্পর্কিত মাথা ঢেকে রাখার অনুমতি দেওয়া হবে না। এর আগে অক্টোবরে কর্নাটক সরকার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সময় শিক্ষার্থীদের হিজাব পরার অনুমতি দিয়েছিল।

উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী এম সি সুধাকর পরীক্ষার্থীদের হিজাব পরে পরীক্ষা কেন্দ্রে আসার অনুমতি দিয়েছিলেন। ২০২৩ সালের অক্টোবরে কালবুর্গি ও ইয়াদগির পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীরা ব্লুটুথ ডিভাইস ব্যবহার করে পরীক্ষা দেওয়ার অভিযোগে গত ১১ নভেম্বর রাজ্য সিআইডিকে তদন্তের নির্দেশ দেয় রাজ্য সরকার।

উল্লেখ্য, কর্নাটকে বিজেপি সরকারের আমলে হিজাব নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ২০২২ সালে সুপ্রিম কোর্ট কর্নাটক সরকারের সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছিল।

চলে গেলেন সাহারা ইন্ডিয়া পরিবারের কর্তা সুব্রত রায়

আপনজন ডেস্ক: সাহারা ইন্ডিয়া পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা 'সাহারাশ্রী' সুব্রত রায় দীর্ঘ অসুস্থতার পর মঙ্গলবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

সাহারা ইন্ডিয়া গ্রুপের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, 'গভীর শোকের সঙ্গে সাহারা ইন্ডিয়া পরিবারের পক্ষ থেকে সাহারা ইন্ডিয়া পরিবারের ম্যানেজিং ওয়ার্কার ও চেয়ারম্যান সুব্রত রায় সাহারার প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করা হচ্ছে।

বলা হয়, সাহারাশ্রীজি একজন অনুপ্রেরণামূলক নেতা এবং দূরদর্শী ছিলেন, যিনি মেটাস্ট্যাটিক ম্যালিগন্যান্সি, হাইপারটেনশন এবং ডায়াবেটিস থেকে উদ্ভূত জটিলতার সাথে দীর্ঘ লড়াইয়ের পরে কার্ডিওরেসপিরেটরি অ্যারেস্টের কারণে ১৪ নভেম্বর রাত সাড়ে দশটায় মারা যান। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় গত ১২ নভেম্বর মুম্বাইয়ের কোকিলাবেন ধীরুভাই আম্বানি হাসপাতাল ও মেডিকেল রিসার্চ ইনস্টিটিউটে (কেডিএএইচ) ভর্তি হন তিনি। তার এই ক্ষতি সমগ্র সাহারা ইন্ডিয়া পরিবার গভীরভাবে অনুভব করবে। সাহারাশ্রীজি ছিলেন একজন পথপ্রদর্শক শক্তি, পরামর্শদাতা এবং সকলের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস।

বালিশ, মোবাইলের আর্জি বালুর, মানল না কারা কর্তৃপক্ষ

আপনজন ডেস্ক: কোটি কোটি টাকার রেশন বন্টন মামলায় পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের বিচারবিভাগীয় হেফাজতে থাকা কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেল কর্তৃপক্ষ বালিশ, বিছানার চাদর এবং মোবাইল ফোন রে আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে।

সংশোধনী পরিষেবা বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, বনমন্ত্রী মল্লিক, যিনি এর আগে ২০১১ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী ছিলেন, রবিবার সন্ধ্যায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) হেফাজত থেকে জেলে স্থানান্তরিত করা হয়।

"সোমবার থেকে তিনি একটি বালিশ, বিছানার চাদর এবং একটি মোবাইল ফোনদাবি করতে শুরু করেন। তবে মঙ্গলবার তাকে জানানো হয়েছে যে জেল ম্যানুয়াল অনুযায়ী, তার দাবি করা জিনিসগুলি কোনও বন্দিকে সরবরাহ করা যাবে না এবং তার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করা যাবে না।

সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে প্রেসিডেন্সি জেলের ২২ নম্বর সেলে রাখা হয়েছে। ঠান্ডা পড়তে শুরু করায় প্রথম রাতে মেঝেতে কম্বল পেতে শুয়েছিলেন বালু। এই সেলেই রয়েছে নিয়োগ দুর্নীতি মামলার অন্য অভিযুক্তরা। আদালতের নির্দেশ ছিল, রবিবার পর্যন্ত বাড়ির খাবার খেতে পারবেন জ্যোতিপ্রিয়। তোই এখন তাকে পরামর্শ অনুযায়ী মল্লিককে জেলের বিশেষ খাবার দেওয়া হচ্ছে।

তবে কিছু পাঠ্য সামগ্রীর জন্য কারা কর্তৃপক্ষের কাছে তার বারবার অনুরোধের পরে, তাকে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনের উপর একটি বই সরবরাহ করা হয়েছে।

দপ্তরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, স্কুলের চাকরির জন্য কোটি কোটি টাকা কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার অভিযোগে জেলের একই ওয়ার্ডে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে থাকা প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কেও একই বই দেওয়া হয়েছিল। যদিও পার্থ চট্টোপাধ্যায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার নরেন্দ্রপুরের রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র।

উল্লেখ্য, এর আগে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে থাকাকালীন পার্থকেকে আংটি পরার অনুমতি দেওয়ায় জেল কর্তৃপক্ষ আদালতের ক্ষোভের মুখে পড়েছিল, যা আবার জেল ম্যানুয়াল লঙ্ঘন হয়েছিল।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৮ বর্ষ, ৩০৭ সংখ্যা, ২৮ কার্তিক ১৪৩০, ৩০ রবিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

টাকা

টাকা না থাকিবার বিপদ লইয়া শত শত কথা বলা যায়। টাকা না থাকিলে জীবনের সকল গন্ধ-বর্ণ-রং-রস ফ্যাকাশে হইয়া যায়। বলা হইয়া থাকে, টাকা দেখিলে নাকি কাঠের পুতুলও হাঁ করিয়া ফেলে। টাকা মানুষের শরীর ও মনকেও উজ্জীবিত করে। মানুষের কত টাকা প্রয়োজন—তাহার কোনো ঊর্ধ্বসীমা নাই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতায় যেমন বলিয়াছেন—‘এ জগতে, হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি—।’ অর্থাত্ মানুষের অর্থ উপার্জনের তৃষ্ণাও কখনো ফুরায় না। কিন্তু টাকা থাকিবারও অনেক বিপদ রহিয়াছে। জগতে অ্যাবস্যুলেট ব্ল্যাক কিংবা হোয়াইট তথা সম্পূর্ণ সাদা কিংবা কালো বলিয়া যেমন কিছু হয় না, তেমনি টাকার ক্ষেত্রেও সত্য। সাদার মধ্যে কিছুটা হইলেও কালো থাকে, কালোর মধ্যেও থাকে সাদা। সাদাকে যতখানি কালো তাহার সাদা ভাব নষ্ট করিয়া দিতে না পারে, ততখানি কালো সম্ভবত মানিয়া লওয়া যায়। কিন্তু অর্থনীতির হিসাব খুব সহজ নহে। অর্থনীতিতে কালোটাকার প্রাদুর্ভাব বাড়িলে, সামগ্রিক অর্থনীতিকে দুর্বল করিতে থাকে। কালোটাকা কী? ‘ইনভেস্টোপিডিয়া’য় ইহার সহজ উত্তর এইভাবে বলা হইয়াছে— কালোটাকা হইল সেই অর্থ যাহার উপর সরকারকে ট্যাক্স দেওয়া হয় না। যেমন একটি দোকান তাহার পণ্যদ্রব্যের জন্য নগদ টাকা গ্রহণ করে এবং তাহার গ্রাহকদের রসিদ প্রদান করে না। সেই দোকানটি কালোটাকায় লেনদেন করিতেছে, কারণ ইহা রেকর্ড না করা বিক্রয়ের উপর কর প্রদান করিবে না। আবার, কেহ ১০০ টাকা মূল্যের সম্পদ ক্রয় করিল, কিন্তু অফিশিয়ালি দেখানো হইল সম্পত্তিটির মূল্য ২৫ টাকা এবং সেই ২৫ টাকার উপর ক্রয়-কর প্রদান করা হইল। এই ক্ষেত্রে বাকি ৭৫ টাকা কালোটাকায় লেনদেন হইল। উভয় উদাহরণে বিক্রেতারা আইনি উত্স হইতে অর্থ উপার্জন করিয়াছে কিন্তু কর ফাঁকি দিয়াছে। বিশ্ব অর্থনীতির বিশ্লেষকরা দেখিয়াছেন, কালোটাকার সবচাইতে বড় উত্স হইল আন্ডারগ্রাউন্ড অর্থনীতি। আন্ডারগ্রাউন্ড অর্থনীতির কার্যকলাপের মধ্যে রহিয়াছে মাদকদ্রব্য, আগ্নেয়াস্ত্র ক্রয়বিক্রয়, মানব পাচার ইত্যাদি। ব্ল্যাক মার্কেট ক্রিয়াকলাপগুলিও কম গুরুতর অপরাধের সহিত জড়িত, যেমন নকল পণ্য বিক্রয়, চুরি করা ক্রেডিট কার্ড বা কপিরাইটযুক্ত উপাদানের পাইরেটেড সংস্করণ বিক্রয় ইত্যাদি। তাহা ছাড়া আমদানি ও রপ্তানির আন্ডার-ইনভয়েসিং এবং ওভার-ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমেও কালোটাকার মার্কেট বড় হয়। বিশ্বের সবচাইতে বৃহত্ অর্থনীতির দেশ যুক্তরাষ্ট্রেও রয়েছে আন্ডারগ্রাউন্ড অর্থনীতির বেশ বড় একটি অংশ। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে ইনভেস্টোপিডিয়ায় ম্যাথিউ জনস্টন-এর ‘হাউ বিগ ইজ অ্যামেরিকা’স আন্ডারগ্রাউন্ট ইকোনমি?’ কলামে বলা হইয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের আন্ডারগ্রাউন্ড অর্থনীতি মার্কিন মোট দেশজ উত্পাদনের (জিডিপি) ১১ হইতে ১২ শতাংশ।

বলিবার অপেক্ষা রাখে না, কালোটাকার সঙ্গে যুক্ত একটি দেশের আয়ের অংশ দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে। তবে যে কোনো দেশের অর্থনীতিতে কালোটাকার পরিমাণ অনুমান করা অত্যন্ত কঠিন। ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই যে, আন্ডারগ্রাউন্ড অর্থনীতির সহিত সম্পৃক্ত কারবারিরা তাহাদের কার্যকলাপ ছদ্মবেশের মাধ্যমে সম্পাদন করিতে পারে। জার্মানি এএমএল হোয়াইটপেপার-এর ‘স্যাংশন রিপোর্ট’ ওয়েবসাইটের ‘ব্যাসেল ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স’-এর প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে, কালোটাকার তৈরি প্রবণতা যেই সকল দেশে অধিক সেইখানে মানি লন্ডারিংয়ের হারো বেশি। তাহাদের রিপোর্ট অনুযায়ী মানি লন্ডারিংয়ের ক্ষেত্রে বিশ্বের সবচাইতে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলি হইল—কঙ্গো, হাইতি, মিয়ানমার, মোজাম্বিক, মাদাগাস্কার, কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশ। অন্যদিকে মানি লন্ডারিংয়ের ক্ষেত্রে বিশ্বের সবচাইতে কম ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলি হইল—ফিনল্যান্ড, এন্ডোরা, সুইডেন, আইসল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, সান মারিনো, স্লোভেনিয়া, লিথুয়ানিয়া, নরওয়ে, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ। দেখা গিয়াছে, অধিক পরিমাণে ঘুষ ও দুর্নীতি, আর্থিক অস্বচ্ছতা, জবাবদিহিতার অভাব, আইনি ও রাজনৈতিক ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলিতে মানি লন্ডারিং ঝুঁকি বেশি দেখা যায়। সুতরাং এই বিষয়গুলি কোনো রাষ্ট্র ঠিক পথে পরিচালিত করিতে পারিলেই সেইখানে আন্ডারগ্রাউন্ড অর্থনীতি সম্প্রসারিত হইতে পারিবে না।

•••••••••••••

‘কারার ওই লৌহ কপাট’ গান নিয়ে বিতর্ক

এআর রহমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ নজরুল পরিবারের

কবি কাজী নজরুল ইসলামের বহুল পরিচিত গান ‘কারার ওই লৌহ কপাট’ একটি হিন্দি সিনেমায় ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছিল কবির পরিবারই। তবে এআর রহমানের সংগীত পরিচালনায় যেভাবে গানটি এখন উপস্থাপন করা হয়েছে, তাতে আপত্তি রয়েছে নজরুল পরিবারের। বরং বিতর্ক তৈরি হওয়ার পরে কবি পরিবারের মধ্যে থেকে দাবি উঠেছে, যে চুক্তি অনুযায়ী গানটি সিনেমায় ব্যবহার করা হয়েছে, তা প্রকাশ করা হোক। লিখেছেন **অমিতাভ ভট্টশালী**।

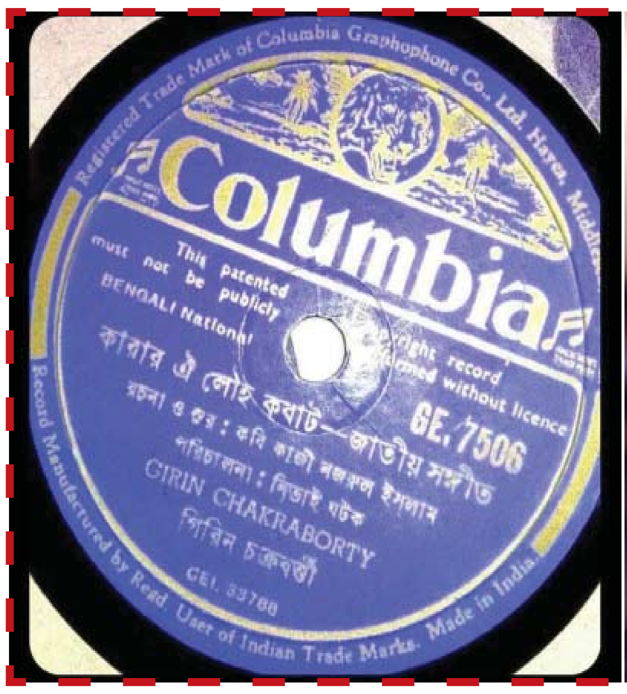

আবার বাংলাদেশ থেকে তানিয়া নূর তার ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, “একটা গান বাজে করে কেউ গাইলেই আমাদের গেলো গেলো মাতম ওঠে কারণ আমরা নিজেদের সক্ষমতা নিয়ে সন্দিহান!! নজরুলের গান একজন ভিনদেশী ভিনভাষী কম্পোজার নতুন সুরে বাঁধলে নজরুলকে অপমান করা হবে বলে যারা মনে করছেন ... আমার মনে হয় না আপনারা নজরুলের ব্যাপকতা বুঝতেও পেরেছেন। নজরুলের প্রতিটা কাজ যদি যথাযথ সংরক্ষণ করে বিশ্ব দরবারে পৌঁছিয়ে দেয়া যেতো তাহলেই তাঁকে যথার্থ সম্মান জানানো হত।“

এই বিশ্লেষণ দেওয়ার পরে তানিয়া নূর অবশ্য এটাও লিখেছেন যে এআর রহমানের সুর দেওয়া গানটা তার “একদম ভালো লাগে নি।“

বাংলাদেশের কবি-সাহিত্যিক ব্রাত্য রাইসু বলছেন, গানটির “১০২ বছর হইছে বয়স। কাজেই এখন এই গান যে কোনো সুরে যে কেউ গাইতে পারে। এমনকি রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরেও। সেইটা বন্ধ করার দাবি খারাপ দাবি।

“তা আপনারা এআর রহমানের নাকি সুরের লৌহ-কপাট শুইনা বইসা আছেন কেন? ‘নজরুলের সুরের’ গানটা শেয়ার করলেই পারেন,” ফেসবুকে লিখেছেন ব্রাত্য রাইসু। এটাও উল্লেখ করেছেন তিনি যে এআর রহমানের গান তার কখনই ভাল লাগে না।

বাংলাদেশের নাট্য ব্যক্তিত্ব রৌনক হাসানের প্রথমবার গানটা শুনে ভালো না লাগলেও কয়েকবার শোনার পরে অতটাও খারাপ মনে হয় নি।

তিনি ফেসবুকে লিখেছেন, “দ্রোহটা একটু কমেছে এইযা! সিনেমাতে কোন প্রেক্ষিতে গানটা ব্যবহার হয়েছে সেটাও বিবেচ্য।“

মি. হাসান আরও লিখেছেন, “এটা নিয়ে এতোটা বিক্ষুব্ধ না হয়ে আমরা এটাকে অগ্রাহ্য করতে পারি। কিন্তু এতোটা বিক্ষুব্ধ হলে ভবিষ্যতে নানা বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেইতো কেউ সাহস পাবে না।“

ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের গান কাজী নজরুলের জীবন নিয়ে, বিশেষ করে ১৯২০ থেকে ১৯৩০ – এই এক দশক নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে গবেষণা করেছেন অর্ক দেব। ওই সময়েরই রচনা ‘কারার ওই লৌহ কপাট’।

মি. দেব বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, “সেনাবাহিনী থেকে ফিরে এসে কবি তখন কলকাতার কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলে থাকতেন। তার সঙ্গে বাস করতেন কমিউনিস্ট নেতা মুজফফর আহমেদ। সেই সময়ের ইতিহাস থেকে আমি যা পেয়েছি, তা হল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের স্ত্রী বাসন্তী দেবীর অনুরোধে কারা ওই লৌহ কপাট গানটি একটা কবিতা হিসাবে রচনা করেছিলেন কাজী নজরুল।“

“প্রেক্ষিতটা এরকম ছিল : ১৯২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর দেশবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে ব্রিটিশ পুলিশ। তিনি ‘বাঙ্গালার কথা’ নামে যে পত্রিকা চালাতেন, সেটার দায়িত্ব নেন তার স্ত্রী বাসন্তী দেবী। কবি নজরুল চিত্তরঞ্জন দাসের খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। পত্রিকার দায়িত্ব নিয়ে বাসন্তী দেবী ঠিক করেন যে পরের সংখ্যায় দেশবন্ধুর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের রচনা ছাপাবেন। সেই সূত্রেই কাজী নজরুলকে একটা লেখা দিতে বলেন বাসন্তী দেবী। তিনি একটা চিরকুটে এই কবিতাটি লিখে সুকুমার রঞ্জন দাস নামে এক ব্যক্তির হাত দিয়ে বাসন্তী দেবীর কাছে পাঠান,” জানাচ্ছিলেন নজরুল গবেষক অর্ক দেব।

‘বাঙ্গালার কথা’ পত্রিকার নামটা এইভাবেই ছাপা হত।

“বাঙ্গালার কথা পত্রিকার ১৯২২ সালের ২০শে জানুয়ারি সংখ্যায় এটা ছাপা হয়েছিল। তার মানে ১৯২১ এর ডিসেম্বরের শেষ থেকে পরের বছরের জানুয়ারির প্রথম দু সপ্তাহের মধ্যে কোনও একটা সময়ে এটা রচিত হয়। সেই সময়ে কবির বয়স ২২ বছর ছয় মাস।

‘ভাঙার গান’ বইতে ১৯২৪ সালে এটি সংকলিত হয়েছিল। এটার সুর যদি খেয়াল করে দেখেন, এর মধ্যে একটা ‘ট’ এর অনুপ্রাস ব্যবহার করেছিলেন তিনি, যেটা সাধারণত আমরা র‍্যাপ সঙ্গীতে দেখে থাকি,” বিশ্লেষণ অর্ক দেবের।

‘ভাঙার গান’এ প্রথম সংকলিত তিনি বলছিলেন, “র‍্যাপ তো সবসময়েই প্রতিবাদের সুর, নজরুলও তো ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সেই প্রতিবাদী ছন্দ, মানুষের মনকে আন্দোলিত করার ছন্দ ব্যবহার করেছিলেন। আবার তিনি সদ্য সেনাবাহিনী থেকে ফিরেছেন, তাই এই গানের সুরে আমরা একটা মার্চিং সং-য়ের তালও পাই। দ্রুতলয়ের দাদরা ব্যবহার করা হয়েছিল গানটির সুরে।“

যে বইতে গানটি প্রথম সংকলিত হয়েছিল, সেই ‘ভাঙার গান’ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার।

তাই ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে পর্যন্ত কোনও লিখিত সংকলনে গানটি ছিল না।

অর্ক দেব বলছিলেন, “প্রায় ২৫ বছর কিন্তু গানটার সুর মানুষের মনেই গেঁথে গিয়েছিল। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু থেকে শুরু করে বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী জেল বন্দী অবস্থায় নিয়মিত এই গানটা গাইতেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ১৯৪৯ সালে গানটা প্রথম রেকর্ড হল। গিরীন চক্রবর্তীর গলায় সেই রেকর্ড বেরল ১৯৪৯ সালের জুন মাসে কলাম্বিয়া রেকর্ড কোম্পানি থেকে আর সেবছরই ‘চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন’ ছায়াছবিতে প্রথমবার ব্যবহৃত হয় গানটি। সেটাও গিরীন চক্রবর্তীর গলাতেই।“

“এই গানটার সঙ্গে জড়িত গোটা ইতিহাসটাই বিকৃত করে দেওয়া হল। এআর রহমানের গানের যে প্রচার, সেটা তো সারা বিশ্বে এখন ছড়িয়ে পড়বে। অর্থাৎ পরবর্তী প্রজন্ম বিকৃত সুরে কাজী নজরুলের এই কালজয়ী গানটি শুনবে, তারা হয়তো এটাকেই নজরুলের দেওয়া আসল সুর বলে মনে করতে থাকবে,” বলছিলেন অর্ক দেব।

প্রযোজকদের বক্তব্য নেই এখনও কাজী নজরুলের গানের সুর বিকৃতি নিয়ে বেশিরভাগ মানুষ এআর রহমানকে দুষছেন। তবে কবি-পৌত্র কাজী অনির্বাণ থেকে শুরু করে নজরুল গবেষক অর্ক দেবের মতো অনেকেই বলছেন যে মি. রহমান তো বাংলা জানেন না, তিনি গানটির সঠিক ভাবটা ধরতে ব্যর্থ হতেই পারেন।

“কিন্তু গানটা যারা গেয়েছেন, তারা তো বাঙালী, তারা তো বলতে পারতেন যে গানটার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট কী, আসল সুর কোনটা। সেটা বলার তাদের সাহস হল না?” প্রশ্ন কাজী অনির্বাণের।

সিনেমাটির প্রযোজক সংস্থা বা এআর রহমানের কাছ থেকে কাজী নজরুলের সুর-বিকৃতি নিয়ে কোনও বক্তব্য এখনও আসে নি।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার বলরাম সিং মেহেতার লেখা তার স্মৃতিকথা ‘দ্য বার্ণিং চ্যাফিস’ -অবলম্বনে সিনেমাটি তৈরি করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে নির্মিত এম২৪ চ্যাফিস ট্যাঙ্ক সেই সময়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ব্যবহার করত।

‘গরীবপুরের যুদ্ধ’ নামে খ্যাত ভারত আর পাকিস্তানি বাহিনীর দুটি ট্যাঙ্ক স্কোয়াড্রনের ভয়াবহ সেই যুদ্ধের কথা ব্রিগেডিয়ার মেহেতা তার বইতে যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনই তা গ্রন্থিত হয়েছে অধ্যাপক মুনতাসির মামুন সম্পাদিত ‘মুক্তিযুদ্ধ কোষ’ এর ষষ্ঠ খণ্ডে।

‘মুক্তিযুদ্ধ কোষ’-এ লেখা হয়েছে, “যশোর সেনানিবাস থেকে ১১ কিলোমিটার এবং ভারত সীমান্ত থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত অখ্যাত গ্রাম গরীবপুর। “গরীবপুরে ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর পাকবাহিনী মিত্রবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানের ওপর আক্রমণ করলে উভয় পক্ষের মধ্যে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়,” লেখা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ কোষে।

ওই যুদ্ধে রাশিয়ায় তৈরি পিটি-৭৬ ট্যাঙ্ক স্কোয়াড্রনের প্রধান মেজর দলজিৎ সিং নারাং যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হওয়ার পরেই বাহিনীর দায়িত্ব বর্তায় ক্যাপ্টেন বলরাম সিং মেহেতার ওপরে।

সম্মুখ সমরে পাকিস্তানী স্কোয়াড্রনের ১৪টি ট্যাঙ্কের সবগুলি ধ্বংস করে ভারতীয় বাহিনী। পাকিস্তানী বাহিনীর বহু সৈন্যও নিহত ও আহত হন, আর ভারতীয় বাহিনীর ১৯ জন নিহত, ৪৪ জন আহত হন ও দুটি ট্যাঙ্ক সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়, লেখা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ কোষে।

ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাতকারে ‘গরীবপুরের যুদ্ধ’-এ ভারতীয় বাহিনীর প্রধান, পরে ব্রিগেডিয়ার পদে উন্নীত হওয়া বলরাম সিং মেহেতা মন্তব্য করেছেন যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়েই তিনি সহযোদ্ধাদের কথা দিয়েছিলেন যে তাদের অসম সাহসী এই যুদ্ধের বর্ণনা তিনি লিপিবদ্ধ করবেন।

যুদ্ধজয়ের বহু বছর পরে, ২০১৫ সালে যখন তার ইউনিটের ৫০ বছর পার হল, তখনই তিনি গরীবপুরের যুদ্ধ নিয়ে স্মৃতিকথা ‘দ্য বার্ণিং চ্যাফিস’ লেখেন।

তার ওপরে ভিত্তি করেই তৈরি হয়েছে ‘পিপ্পা’ সিনেমাটি।

সৌজন্যে: বিবিসি(বাংলা)

সমাপ্ত.....

হোর্হে হাইনা

গাজা যুদ্ধের বৈশ্বিক প্রতিক্রিয়া বিশ্বব্যবস্থা বদলের ইঙ্গিত

গত ২৬ অক্টোবর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গাজায় ‘মানবিক বিরতির’ জন্য আনা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয় বিশ্বের ১২০টি দেশ। বিপরীতে মাত্র ১৪টি দেশ বিপক্ষে ভোট দেয়। কিন্তু এ সংখ্যা শুধু গল্পের অর্ধেকটা। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেওয়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশ ছিল মাত্র চারটি। আর ভোটদানে বিরত থাকা ৪৫টি দেশের মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ১৫টি দেশ এবং যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও জাপানও রয়েছে।

বৈশ্বিক দক্ষিণকে আমরা ‘উন্নয়নশীল’, ‘স্বল্পোন্নত’, ‘অনুন্নত’ দেশ বলে বর্ণনা করি। বৈশ্বিক দক্ষিণের জাগরণ বিষয়ে একজন লেখক ও গবেষক হিসেবে আমি বিস্ময়ে দেখেছি যে রাজনৈতিকভাবে বৈশ্বিক উত্তর ও বৈশ্বিক দক্ষিণের মধ্যকার বিভাজনটা বেড়েই চলেছে।

ইন্দোনেশিয়া ও তুরস্ক—মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ দুটিই গাজায় ইসরায়েলের বোমাবর্ষণের কড়া সমালোচক। ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং বৈশ্বিক দক্ষিণের অন্য দেশগুলোর সঙ্গে ইন্দোনেশিয়া ও তুরস্ক এই ইস্যুতে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে। ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা দা সিলভা গাজায় ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডকে ‘গণহত্যা’ বলে মন্তব্য করেছেন। ২০২৩ সালের ৬ নভেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসাও একই মন্তব্য করেন। ইসরায়েল থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রদূতকে প্রত্যাহার করে নেন।

গাজা যুদ্ধে আন্তর্জাতিক যে প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে, সেটা বিশ্বরাজনীতির গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী একটি প্রবণতার প্রতিফলন। এটা যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত আইনের শাসনভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থায় ফাটল। চীনের প্রভাব এবং ইউক্রেন যুদ্ধের বিপর্যয় (দক্ষিণ বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ নিরপেক্ষ অবস্থান নেয়) আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে। অনেক বিশ্লেষক ব্যাখ্যা করছেন, বহুমেরুকেন্দ্রিক একটি বিশ্বের জন্ম হচ্ছে।

২০২৩ সালটি বৈশ্বিক দক্ষিণের উত্থানের বার্তা আরও স্পষ্টভাবে সামনে এসেছে। এর মধ্যে কিছু কাঠামোগত উদ্যোগ আমরা দেখেছি। আগস্ট মাসে জোহানেসবার্গে যে ব্রিকস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল, সেখানে বৈশ্বিক দক্ষিণের ২১টি দেশ সদস্য হওয়ার আবেদন করে। আর্জেন্টিনা, মিসর, ইথিওপিয়া, ইরান, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত—এই ছয় দেশকে সদস্য করা হয়।

ব্রিকস এখন ব্রিকসপ্লাস। ব্রিকসের সদস্যভুক্ত ১১টি দেশ বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৪৬ শতাংশ জনসংখ্যা এবং বিশ্বের মোট দেশজ উৎপাদনের ৩৮ শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করে। এর বিপরীতে শিল্পোন্নত দেশগুলোর জোট জি-৭ বিশ্বের জনসংখ্যার ১০ শতাংশের কম এবং বিশ্ব অর্থনীতির ৩০ শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করে।

৭ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন জি-৭ জোটের সদস্যদেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এই বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল মধ্যপ্রাচ্য সংকট নিয়ে একটা ঐকমত্যে আসা। জাপানে গিয়ে তাঁর আহ্বান ছিল, পশ্চিমা প্রভাবের জি-৭ জোট মধ্যপ্রাচ্য সংকট নিয়ে যেন ‘স্পষ্ট একটি স্বরেই’ কথা বলে। প্রশ্ন হচ্ছে ব্রিকসপ্লাস আরও স্পষ্ট করে বললে, ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু থাকা বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলো কি গাজার ব্যাপারে একই ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারবে?

ইসরায়েল-হামাস সহিংসতার ঘটনায় যে প্রতিক্রিয়া আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাতে করে আমার মনে হয়েছে, বৈশ্বিক দক্ষিণে একই স্বরে কথা বলার সামর্থ্য রয়েছে। যদি একই স্বরে সেটা না বলা যায়, অন্তত সমস্বরে তারা সেটা বলতে পারে। এটা বিসদৃশ হবে না।

ঐতিহাসিকভাবেই আফ্রিকা ও এশিয়ার অনেক দেশ ফিলিস্তিনকে সমর্থন দিয়ে আসছে। ইন্দোনেশিয়া তো ইসরায়েলকে রাষ্ট্র হিসেবেই স্বীকৃতি দেয়নি। গাজায় ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর প্রতিক্রিয়া, সত্যিই বিস্ময়কর। বলিভিয়া ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ করেছে। চিলি ও কলম্বিয়া জেরুজালেম থেকে তাদের রাষ্ট্রদূতদের ডেকে এনে সলাপরামর্শ করেছে। কোনো একটি দেশের কর্মকাণ্ডের প্রতি অনাস্থা জানিয়ে কূটনৈতিক অস্ত্রকে ব্যবহার করার দৃষ্টান্ত। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে চেয়ার হিসেবে ব্রাজিল গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পেশ করে। জাতিসংঘে নিযুক্ত মেক্সিকোর স্থায়ী প্রতিনিধি ‘দখলদারি শক্তি’ ইসরায়েলের প্রতি ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড থেকে সরে আসার আহ্বান জানান।

প্রশ্নটি হলো বৈশ্বিক দক্ষিণ যদি এই উপায়ে কথা বলে, পশ্চিম কি সেটা শুনবে? জাতিসংঘে পশ্চিমা প্রতিনিধিত্বের যে ভোট ব্যবস্থা, তার ওপর ভিত্তি করে উত্তরটি হবে, না। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে যে কাঠামো এবং সেখানে দক্ষিণ বিশ্বের প্রতিনিধিত্বের অভাবে উন্নয়নশীল বিশ্বে অসন্তোষ বাড়বেই।

এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত, হোর্হে হাইনা বোস্টন ইউনিভার্সিটির ফ্রেডরিক এস পারডি সেন্টার ফর লঙ্গার-রেঞ্জ ফিউচারের অন্তর্বর্তীকালীন পরিচালক

প্রথম নজর

কাতারে আন্তর্জাতিক কুরআন প্রতিযোগিতায় প্রথম মিসরীয় তরুণ

আপনজন ডেস্ক: কাতারে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দেশটির ধর্ম মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে দ্বিতীয় বারের অনুষ্ঠিত 'আওয়াল আল-আওয়াইল' প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করেন মিসরের মোহাম্মদ সাদ আবদুল জলিল। গত রবিবার চূড়ান্ত বিজয়ীদের সম্মাননা সনদ তুলে দেন আওকাফ ও ধর্মবিষয়ক মন্ত্রী গানিম বিন শাহিন আল-গানিম।
গত ১২ দিন ধরে শেখ জাসিম বিন মোহাম্মদ বিন থানি আন্তর্জাতিক কুরআন প্রতিযোগিতার আন্তর্জাতিক পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিশ্বের ২৬টি দেশ থেকে ৮০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় ৪০ জন অংশ নেন, যাদের মধ্যে ১০ জন উত্তীর্ণ হন। এর আগে ২০১৬ সালে প্রতিযোগিতাটি প্রথমবার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম স্থান অর্জনকারী সাদ আবদুল জলিল ২০১৯ সালে মিসরের পোর্ট সাইদ কুরআন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। ২৭ বছর বয়সী এই তরুণ বর্তমানে উলুমুল কুরআন ও কিরাত বিষয়ে পড়াশোনা করছেন। কুরআনের ১০টি কিরাতে দক্ষতা অর্জনে সবার কাছে দোয়া চান তিনি।
কাতার ধর্ম মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, শেখ জাসিম বিন মোহাম্মদ কুরআন প্রতিযোগিতা ১৯৯৩ সাল থেকে শুরু হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে শুধু পুরো কুরআন হিফজের প্রতিযোগিতা চললেও পরবর্তী সময়ে অনেক শাখা করা হয়। মানুষের মধ্যে কুরআন শেখার আগ্রহ তৈরি করতে বর্তমানে সব বয়সী নারী-পুরুষের জন্য পৃথকভাবে কুরআনের পাঁচটি অংশে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। তা ছাড়া প্রবাসীরাও এ কার্যক্রমে অংশ নিতে পারেন। প্রতিযোগিতার আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান জাসিম ইউসুফ আল-সুলাইতি বলেন, 'প্রায় তিন দশক আগে সব ধরনের মানদণ্ড অনুসরণ করে প্রতিযোগিতাটি কাতারে শুরু হয়। এর পর থেকে প্রতিবছর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বাড়ছে। এখন আন্তর্জাতিক পরিসরে প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠিত হচ্ছে।'
প্রতিযোগিতার বিচারক কমিটির প্রধান ড. আহমদ ঈসা আল-মিসারাবি বলেন, 'এ ধরনের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা আয়োজনের মধ্য দিয়ে কাতার পবিত্র কুরআনের শিক্ষা প্রসারে অনন্য ভূমিকা রাখছে। এর মাধ্যমে ছোট-বড় ও আরব-অনারব সবার মধ্যে হিফজের প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়। হিফজের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন সুরক্ষিত থাকবে এবং মুসলিম উম্মাহ অনন্তকাল বেঁচে থাকবে।'

শ্রীলংকায় ৬.২ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প

আপনজন ডেস্ক: শ্রীলংকায় ৬ দশমিক ২ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। ভারতের ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি (এনসিএস) জানিয়েছে, মঙ্গলবার স্থানীয় সময় দুপুর ১২টা ৩১ মিনিটে ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়। এটির গভীরতা ছিল দশ কিলোমিটার। দক্ষিণ শ্রীলংকার বেশ কিছু অংশের পাশাপাশি রাজধানী কলম্বোতেও কম্পন অনুভূত হয়েছে। কলম্বোতে ভূমিকম্পের আতঙ্কে স্থানীয় মানুষরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। বেশ কিছু বাড়িতে ফাটল দেখা দিয়েছে। সুনামি সতর্কতা জারি করার সম্ভাবনা রয়েছে।
তবে ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত কোনো বড় ক্ষয়ক্ষতির খবর আসেনি।

কবরস্থানে আর জায়গা নেই, গাজার হাসপাতালে লাশের পাহাড় জমছে

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ ভূখণ্ড গাজার উত্তরে অবস্থিত বৃহত্তম হাসপাতাল আল শিফা বর্তমানে প্রায় কবরস্থানে পরিণত হচ্ছে বলে সতর্কবার্তা দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। এমনকি হাসপাতালটিতে থাকা শত শত মৃতদেহ দাফন করতে পারছে না বলেও জানিয়েছে সংস্থাটি। মঙ্গলবার এ তথ্য জানায় সংবাদমাধ্যম বিবিসি।
প্রতিবেদনে বলা হয়, গাজায় টানা ৩৮ দিন ধরে চলা ইসরায়েলি আগ্রাসনের বর্তমান টার্গেট হল হাসপাতালগুলো। আর তাই এসব হাসপাতাল লক্ষ্য করেই হামলা আরও জোরদার করেছে দখলদার বাহিনী। এতে করে বন্ধ হয়ে গেছে গাজার সবচেয়ে বড় দুটি হাসপাতাল।
বিশেষ করে গাজার উত্তরে অবস্থিত আল শিফা হাসপাতালে গত কয়েকদিন ধরে তীব্র হামলা ও অভিযান চালাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। দেশটির দাবি হাসপাতালের নিচে অবস্থিত একটি টানেলে হামাস কমান্ড-এন্ড-কন্ট্রোল সেন্টার পরিচালনা করছে। তবে হামাস এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ উভয়ই এ দাবি অস্বীকার করেছে।
এমন পরিস্থিতিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মুখপাত্র ক্রিশ্চিয়ান লিন্ডমেয়ার বলেছেন, প্রায় ৬০০ জন হাসপাতালে রয়ে গেছে এবং অন্যরা হলওয়েতে আশ্রয় নিয়েছে। তিনি আরো বলেন, হাসপাতালের চারপাশে এমন অনেক মৃতদেহ পড়ে আছে যেগুলোর কাছে যাওয়া যাচ্ছে না, এমনকি দাফনও করা যাচ্ছে না বা সেগুলো উদ্ধার করে কোনো মর্গেও নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। যেভাবে কাজ করা উচিত হাসপাতালটি এখন আর সেভাবে কাজ করছে না। এটি এখন প্রায় একটি কবরস্থান।
এদিকে হাসপাতালে মৃতদেহ জমে ও পচে যাওয়ার কথা বলেছেন চিকিৎসকরাও। ডাঃ মোহাম্মদ আবু সেলমিয়া বিবিসিকে জানিয়েছেন যে, হাসপাতালের চারপাশে পরে থাকা পচনশীল মৃতদেহগুলিকে দাফন করতে হাসপাতাল ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়নি ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ, এর ফলে কুকুররা এখন হাসপাতালের মাঠে ঢুকে মৃতদেহ খেতে শুরু করেছে।
অন্যদিকে আল-শিফা হাসপাতালে জেনারেটর বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ইনকিউবেটর অচল হয়ে ঝুঁকির মুখে পড়েছে কয়েক ডজন শিশুর জীবন। ফলে ইনকিউবেটর থেকে বের করে বিছানায় গাদাগাদি করে রাখতে হচ্ছে শিশুদের।
সেলমিয়া জানান, অক্সিজেনের অভাবে ইতিমধ্যে সাতটি শিশু মারা গেছে।
অবশ্য ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সিনিয়র উপদেষ্টা মার্ক রেগেভ দাবি করেছেন, ইসরায়েল ওই শিশুদের সরিয়ে নেয়ার প্রস্তাব দিলেও হামাস সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেনি।

যুদ্ধের জেরে দখলদার ইসরায়েলের ঋণ বেড়েছে প্রায় ৮০০ কোটি ডলার

আপনজন ডেস্ক: হামাসের সঙ্গে সাম্প্রতিক লড়াই শুরুর পর থেকেই ইসরায়েলের ঋণের বোঝা বাড়ছে হু হু করে। সংঘাতের মাত্র এক মাসেই ইসরায়েলিদের ঋণ বেড়েছে প্রায় তিন হাজার কোটি শেকেলস বা ৭৮০ কোটি মার্কিন ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ ৮৬ হাজার ১৭৬ কোটি টাকারও বেশি। গত সোমবার (১৩ নভেম্বর) এ তথ্য জানিয়েছে ইসরায়েলি অর্থ মন্ত্রণালয়।
গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলা চালায় ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাস। আকাশ-জল-স্থল তিনদিক থেকে চালানো এই হামলায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ইসরায়েলি নিরাপত্তা ব্যবস্থা। এর ফলে সামরিক খাতে ব্যয় আরও বাড়াতে বাধ্য হয় ইসরায়েল। পাশাপাশি, সীমান্তের কাছাকাছি থাকা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান এবং হামাসের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত ও জিম্মিদের পরিবারগুলোকে মোটা অংকের ক্ষতিপূরণ দিতে হয় তেল আবিবকে। একই সময় কর আদায় থেকে সরকারের আয়ও কমে যায় ব্যাপকভাবে।
সব মিলিয়ে গত অক্টোবরে ইসরায়েলের বাজেট ঘাটতি দাঁড়ায় রেকর্ড ২ হাজার ২৯০ কোটি শেকেল, যেখানে এক মাস আগেও (সেপ্টেম্বর) এর পরিমাণ ছিল মাত্র ৪৬০ কোটি শেকেল।
ইসরায়েলি অর্থ মন্ত্রণালয় বলেছে, যুদ্ধের কারণে উদ্ভূত চাহিদাসহ অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ও বেসামরিক সহায়তা কার্যক্রমে সরকারকে অর্থায়ন অব্যাহত রাখবে তারা।
তবে অর্থনীতিবিদদের বিশ্বাস, এসব কারণে ইসরায়েলের বাজেট ঘাটতি এবং জিডিপির সঙ্গে ঋণ অনুপাতের পার্থক্য ব্যাপকভাবে বেড়ে যাবে, যা ২০২৪ সালজুড়ে অব্যাহত থাকতে পারে।
ব্যাংক অব ইসরায়েলের গভর্নর আমির ইয়ারন বলেছেন, ইসরায়েলি অর্থনীতিকে সমর্থন করা এবং একটি ভালো আর্থিক অবস্থান বজায় রাখার ব্যাপারে সরকারকে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। ক্রেডিট রেটিং এজেন্সিগুলো এরই মধ্যে সতর্ক করেছে, ঋণের পরিমাপ খারাপ হলে তারা ইসরায়েলের রেটিং কমিয়ে দিতে পারে।

এই যুদ্ধে ইসরাইল যদি হেরে যায় তবে আমেরিকা পরবর্তী টার্গেট: নেতানিয়াহু

আপনজন ডেস্ক: ইহুদিবাদী ইসরাইলের যুদ্ধবাজ প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, চলমান গাজা যুদ্ধে যদি ইসরাইল হেরে যায় তাহলে ইসলামী গেরিলাদের পরবর্তী টার্গেট হবে আমেরিকা এবং ইউরোপ। গতকাল (সোমবার) আমেরিকার ফক্স নিউজ টেলিভিশনের সাথে এক সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে নেতানিয়াহু এই বক্তব্য দেন।
উস্কানিমূলক এ বক্তব্যের মধ্যদিয়ে মূলত তিনি চলমান যুদ্ধে ইসরাইলের প্রতি আমেরিকা এবং ইউরোপের সমর্থন অটুট রাখার চেষ্টা করেছেন। এরইমধ্যে আমেরিকা ইউরোপসহ সারা বিশ্বের জনমত ইসরাইলের বিরুদ্ধে চলে গেছে এবং ইউরোপ ও আমেরিকার রাজনৈতিক অঙ্গনে এ নিয়ে মতবিরোধ তৈরি হয়েছে।
ফক্স নিউজের অনুষ্ঠানে যুদ্ধবাজ নেতানিয়াহু স্বীকার করেন যে, চলমান যুদ্ধে আমেরিকা তাকে সমর্থন দিচ্ছে তবে তিনি যুদ্ধবিরতির আহ্বান আবারও প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন এই মুহূর্তে যুদ্ধবিরতি দেয়া মানে হামাসের কাছে আত্মসমর্পণ করা।
এই সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে নেতানিয়েহু দাবি করেন, মধ্যপ্রাচ্য এবং প্রতিবেশী আরব দেশগুলোর স্বার্থে ইসরাইলকে এই যুদ্ধে বিজয়ী হওয়া উচিত। এছাড়া, পশ্চিমা জগত এমনকি সারা বিশ্বের স্বার্থে ইসরাইলকে এই যুদ্ধে বিজয়ী হতে হবে।
তিনি বলেন, হামাসের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধে ইসরাইলের সামনে বিজয়ের কোনো বিকল্প নেই। এ পর্যায়ে আবারও তিনি দাবি করেন, ইসরাইল যদি এই যুদ্ধে হেরে যায় তাহলে গাজার যোদ্ধাদের টার্গেট হবে ইউরোপ এবং আমেরিকা।

নেতানিয়াহুকে ক্ষমতাচ্যুত করার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের মন্ত্রী ও ক্ষমতাসীন লিকুদ পার্টির আইন প্রণেতারা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে ক্ষমতাচ্যুত করার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করছেন। ইসরায়েলি গণমাধ্যম মঙ্গলবার এ তথ্য জানিয়েছে। চ্যানেল ১৩ নিউজ জানিয়েছে, পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে ৬১ জন আইন প্রণেতা নিয়োগ করে নেতানিয়াহুর সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা ভোট পাস এবং নির্বাচনে না গিয়ে একটি নতুন সরকার গঠন করা। লিকুদের আইন প্রণেতারা ভয় পান, নেতানিয়াহু যদি দলের নেতৃত্বে থাকেন এবং পরবর্তী নির্বাচনে দলকে হারের দিকে নিয়ে যান, তবে তাদের অধিকাংশই ইসরায়েলের রাজনৈতিক ব্যবস্থার অংশ হতে পারবেন না।
গণমাধ্যমটি বলেছে, গাজায় সামরিক স্থল অভিযান শেষ হওয়ার পর আইন প্রণেতারা নেতানিয়াহুকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সংসদীয় অধিবেশন করার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাবেন। তবে এখনো পর্যন্ত এ অভিযান শেষ হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। নেতানিয়াহু পরবর্তী নির্বাচনে অংশ না নিলে বিরোধীদের শান্ত করতে লিকুদ সরকারপ্রধানের জন্য নাম প্রস্তাব করবে।
তবে পরিকল্পনাটি সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম বলেও জানিয়েছে গণমাধ্যমটি।
কারণ লিকুদের মাত্র ১০ জন আইন প্রণেতা এই পরিকল্পনার সঙ্গে রয়েছেন। ইসরায়েলি আইন অনুসারে, এ পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিতে লিকুদের কমপক্ষে ১৫ জন আইন প্রণেতার প্রয়োজন হবে।
গত বছরের নভেম্বরের নির্বাচনের পর ২৯ ডিসেম্বরে নেতানিয়াহুর সরকার শপথ গ্রহণ করেছিল। সাম্প্রতিক ইসরায়েলি জনমত জরিপ দেখা যায়, নেতানিয়াহু ও লিকুদ পার্টির প্রতি সমর্থন বিরোধী দলগুলোর বিপরীতে উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মিয়ানমারের সিটওয়েতে কারফিউ জারি

আপনজন ডেস্ক: মিয়ানমারের সিটওয়ে শহরে কারফিউ জারি করেছে জান্তা সরকার। সরকারি নথি ও সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী মিয়ানমার সেনাবাহিনী ও জাতিগত সংখ্যালঘু বিদ্রোহীদের মধ্যে কয়েক দফা সংঘর্ষের পর এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে জান্তা সরকার।
স্থানীয় সময় রাত নয়টার পর মিয়ানমারের পশ্চিমাঞ্চলের রাখাইন রাজ্যের সিটওয়ের বাসিন্দাদের বাড়ি থেকে বের না হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর সব ধরনের বিপণিবিতান অবশ্যই রাত সাড়ে আটটার মধ্যে বন্ধ করতে হবে। সোমবার (১৩ নভেম্বর) থেকে এ নিয়ম জারি করেছে দেশটির স্থানীয় প্রশাসন। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম নারিঞ্জারা নিউজ ও ওয়েস্টার্ন নিউজ এ খবর জানিয়েছে।
তবে এ কারফিউ নিয়ে এখনও মুখ খোলেনি মিয়ানমারের জান্তা সরকারের এক মুখপাত্র।
সম্প্রতি মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে জাতিগত সংখ্যালঘু বিদ্রোহীদের তুমুল সংঘর্ষ চলছে।

গাজায় শরণার্থী শিবিরে ইসরায়েলি হামলা, নিহত ৩১

আপনজন ডেস্ক: গাজার জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে ইসরায়েলের হামলায় অন্তত ৩১ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো অনেকেই। মঙ্গলবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা।
ফিলিস্তিনি সরকারি বার্তাসংস্থা ওয়াফা জানিয়েছে, সোমবার সন্ধ্যায় উত্তর গাজার জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে ইসরায়েলি বিমান হামলায় কয়েক ডজন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। ওয়াফা বলছে, ইসরায়েলি বিমান হামলায় অন্তত ৩১ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এছাড়া হামলায় আরও কয়েক ডজন ফিলিস্তিনি আহত হয়েছেন।এতে আ বলা হয়েছে, শরণার্থী শিবিরের ভেতরে জাবালিয়া সার্ভিসেস ক্লাবের কাছে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় ১২টি বাড়ি লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয় এবং এতেই হতাহতের ওই ঘটনা ঘটে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.২৬মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৮ মি.

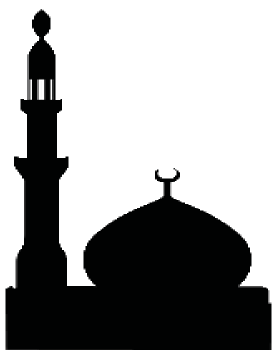

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.২৬	৫.৪৯
যোহর	১১.২৬	
আসর	৩.১৭	
মাগরিব	৪.৫৮	
এশা	৬.১০	
তাহাজ্জুদ	১০.৪১	

হামাসের ভয়ে কাঁপছে ইসরায়েলিরা, অস্ত্রের লাইসেন্সের আবেদনের হিড়িক

আপনজন ডেস্ক: গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের অভ্যন্তরে ঢুকে নজিরবিহীন হামলা চালায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাসের যোদ্ধারা। ইসরায়েল কর্তৃপক্ষের দাবি অনুযায়ী, ওই হামলায় এক ২০০ মানুষকে হত্যা করা হয়। তাদের মধ্যে প্রায় সাড়ে তিনশ'ই সেনা সদস্য। একই সঙ্গে প্রায় ২৪০ জনকে জিম্মি করে গাজায় নিয়ে গেছে হামাস যোদ্ধারা। হামাসের এই হামলার পর থেকে ইসরায়েলজুড়ে আতঙ্ক বিরাজ করছে। এর জেরে ইসরায়েলি নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের কাছে প্রায় দুই লাখ অস্ত্রের লাইসেন্সের আবেদন জমা পড়েছে। সোমবার এ তথ্য জানা গেছে। ইসরায়েলের সংবাদপত্র ক্যালকালিস্ট জানিয়েছে, গত ৭ অক্টোবর যুদ্ধের শুরুর পর থেকে অস্ত্রের লাইসেন্সের জন্য আবেদন জমা পড়েছে এক লাখ ৯০ হাজারেরও বেশি। ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কাছে এসব আবেদন করা হয়।
প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, বছরের প্রথম ১০ মাসে দুই লাখ ১০ হাজারের বেশি অস্ত্র লাইসেন্সের আবেদন জমা পড়েছে। বছরের এখনও প্রায় দুই মাস বাকি রয়েছে। ২০২৩ সালের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত ৩১ হাজার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে।

সুদানে ১৩০০ মানুষকে হত্যা

আপনজন ডেস্ক: সুদানের পশ্চিম দারফুরে চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে ১৩০০ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। স্থানীয় র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্স ও তাদের স্থানীয় মিত্র সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো এই হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে।
মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম 'মিডল ইস্ট আই'কে স্থানীয়, প্রত্যক্ষদর্শী ও মানবাধিকার কর্মীরা এই তথ্য জানিয়েছে।
পশ্চিম দারফুরের আর্দামাতা এলাকায় এই গণহত্যা চালানো হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, জুন মাস থেকেই ওই এলাকায় অস্থিরতা তৈরি করে রেখেছে আরএসএফ ও তাদের মিত্ররা।

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে মামলা

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজায় গণহত্যার অভিযোগ এনে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (আইসিসি) ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আরও একটি মামলার আবেদন করা হয়েছে। গাজা উপত্যকার বাসিন্দাদের প্রতি সহানুভূতিশীল আইসিসির আইনজীবীদের একটি প্রতিনিধি দল মঙ্গলবার ইসরায়েলের বিরুদ্ধে মামলার আবেদন করেন। প্রতিনিধি দলের পক্ষে আইসিসিতে আবেদন জমা দিয়েছেন গিলেস দেভার্স নামের এক আইনজীবী। দলের চারজন সদস্য এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন। আবেদন জমা দেওয়ার পর এক সংবাদ সম্মেলনে দেভার্স বলেন, 'আইসিসি বর্তমানে গাজা উপত্যকায় যুদ্ধাপরাধের তদন্ত করছে। আমরা মনে করি, এই তদন্তের সঙ্গে উপত্যকায় ইসরায়েলি বাহিনী পরিচালিত গণহত্যারও তদন্ত করা যেতে পারে।' এর আগে গত বুধবার ইসরায়েলের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ এনে আইসিসিতে মামলা করে ফিলিস্তিনিদের অধিকারবিষয়ক তিনটি সংগঠন। আল-হাক, আল-মিজান ও প্যালেস্টাইন সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস সংগঠন তিনটির পক্ষে আইসিসিতে মামলাটি করেন আইনজীবী এম্মানুয়েল দাউদ।
এ মামলায় যুদ্ধাপরাধের তদন্তে জাতিবিদ্বেষের বিষয়টিও খতিয়ে দেখার আবেদন করা হয়। মামলায় ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুসহ তিনজনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আবেদনও করা হয়।

বরিমালে বাসুবাটী মেজ হুজুর দরবার শরীফের খানকায় জলসা অনুষ্ঠিত

***আপনজন ডেস্ক:** বাংলাদেশ বরিশালে চক রহিমাপুরে বাসুবাটী মেজ হুজুর দরবার শরীফের একটি খানকায় জলসা অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন পীর জাদা সৈয়দ তাফহীমুল ইসলাম ও বাংলাদেশের বক্তা মাওলানা সেরাজুল ইসলাম ও বাসুবাটীর গদ্দিনশীন পীরে তারিকাত সৈয়দ আহসানুল ইসলাম শেষে সালাম ও মুসলমানদের শান্তির ও সুস্থতা কামনা করে শেষ করেন।*

প্রথম নজর

হাওড়ায় বঙ্কিম সেতুর উপর চলছে অবৈধ পার্কিং

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়ার বঙ্কিম সেতুর একদিক দখল করে ফের অবৈধ বেআইনি পার্কিংয়ের অভিযোগ উঠেছে। জানা গেছে বঙ্কিম সেতুর যেদিকের লেনের রাস্তা ভালো সেখানেই গাড়ি পার্কিং করে রাখা হয়েছে। সেই রাস্তায় গাড়ি থেকে মাল ওঠা নামা চলছে। আর যেদিকে মানুষের যাতায়াতের রাস্তা সেদিকে গত প্রায় এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে রাস্তার এক চতুর্থাংশ খোঁড়া অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বাকি অংশের রাস্তারও খুবই বেহাল অবস্থা। যেকোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। একপ্রকার প্রাণ হাতে নিয়েই যাতায়াত করছেন সাধারণ মানুষ। সকলেরই দাবি, বঙ্কিম সেতুর উপর এই বেআইনি অবৈধ পার্কিং বন্ধ হোক এবং তা সাধারণ মানুষের চলাচলের জন্য এবং ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হোক। জানা গেছে, বঙ্কিম সেতুর যেখানে গাড়ি পার্কিং করা হচ্ছে সেখানে অবৈধভাবে শুধু পার্কিং করা হচ্ছে তাই নয়, সেখান থেকে রীতিমতো মাসোয়ারা দিয়ে গাড়ি পার্কিং করা হচ্ছে। তবে সেই টাকা কে বা কারা নিয়ে যায় সে বিষয়ে গাড়ির চালক বা গাড়ির মালিকরা কোনও সদুত্তর দিতে পারছেন না। তারা শুধু জানিয়েছেন প্রতি মাসে ৪০০ টাকা করে তাদের কাছ থেকে গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য নেওয়া হচ্ছে। এর বিনিময়ে তারা গাড়ি রাখছেন এখানে।

কালীপুজো-য় গুণীজন ও কৃতী সম্বর্ধনা

সুরজীৎ আদক ● কুলগাছিয়া

আপনজন: কালীপুজো উপলক্ষ্যে কুলগাছিয়ার কিশোরপুর নব প্রভাত সংঘের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ গুনিজন ও এলাকার কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি বস্ত্র বিতরণ ও অন্নকূট উৎসবেরও আয়োজন করা হয়। সূচনা করেন হাওড়া জেলা পরিষদের সদস্য দুলাল চন্দ্র কর। সঙ্গে ছিলেন চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সহদেব রুইদাস,উপ-প্রধান রেজাউল হক মোল্লা, উলুবেড়িয়া-১নং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ চম্পা সামন্ত, ক্লাব সম্পাদক সুখেন কুমার ঘোড়ুই,স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য পারুল দোলুই,সমাজসেবী অঞ্জন রুইদাস প্রমুখ।

দীপাবলিতে গাছ, প্রকৃতি বাঁচানোর আর্তি পরিবেশপ্রেমীদের

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: এক অন্যরকম দীপাবলি পালন করল বালুরঘাটের পরিবেশপ্রেমী সংস্থা দিশারী সংকল্প। শহরের প্রিয় মেঘ শিরিষ গাছের কাছে মাটির প্রদীপে আলোকিত করে গাছ ও প্রকৃতি বাঁচানোর বার্তা দিলেন সংস্থার সদস্য, সদস্যরা।

বালুরঘাট শিশু উদ্যান লাগোয়া বালুরঘাটবাসীর আবেগ ও পরিচয়ের গাছ এই মেঘ শিরিষ। অনেকে তাকে রেন ট্রি বলে চেনে। অনেকে চেনে কোরোই গাছ নামে।এত সুন্দর একটা গাছ রাস্তা চওড়া করার কারণে কাটার সিদ্ধান্ত প্রায় পাকা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বালুরঘাট বাসীর সহযোগিতায় এই গাছকে রীতিমতো পাহারা দিয়ে রক্ষা করেছিল পরিবেশপ্রেমী সংস্থা দিশারী সংকল্পের সদস্যরা। এই গাছকে ঘিরে রাখিবন্ধন, প্রকৃতি প্রদর্শনী হয়েছে। উন্মুক্ত প্রস্রাবাগার থেকে রক্ষা করতে লোহার দেওয়া হয়েছে। সেই গাছের প্রতি ভালোবাসা ও পরিবেশ ভালো রাখায় তাকে শ্রদ্ধা জানাতে মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে সবুজ দীপাবলি পালন করলো তমাল,শ্রুতি, সনাতন,কিঙ্কর, ত্রিদীব,নীলাদ্রিরা। ছিল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতিনিধি স্বরূপ তনুশিয়া,সায়ন্তিকা, রুম্পা,ঝুম্পা প্রমুখরা।

আর এই অন্যরকম আলোর উৎসবে সামিল হয়েছিলেন সভাপতি অমল বসু, কবি মৃণাল চক্রবর্তী, সাহিত্যিক দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নাট্য অভিনেতা মনোজ গঙ্গোপাধ্যায়,আবৃত্তি শিল্পী বিভাস দাস, প্রাক্তন সেনা জওয়ান সঙ্গীত কুমার দেব, পরিবেশ কর্মী বিজন সরকার প্রমুখ।

প্রদীপের আলোয় শোভিত এই সবুজ দীপাবলির আয়োজনে সম্পাদক তুহিন শুভ্র মণ্ডল বলেন 'এই গাছ আমাদের প্রাণ। তার সঙ্গেই অন্য সকল গাছ সহ প্রকৃতিকে ভালোরাখার জন্য সবুজ পূজার আহ্বানে এই উদ্যোগ। দীপাবলি আলোর উৎসব। যে কোনও প্রকার দূষণ মুক্ত পূজা হোক এটাই আমরা চাই '।

ডাক্তারদের নিগ্রহ করায় থানায় ডেপুটেশন

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ার শান্তিপুরে চিকিৎসককে নিগ্রহ ও মারধরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে থানায় ডেপুটেশন কর্মসূচি চিকিৎসক মহলের।প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসককে মারধর ও নিগ্রহের ঘটনায় এবার কড়া পদক্ষেপ চিকিৎসক মহলের। দোষীদের অবিলম্বে শাস্তির দাবিতে ডেপুটেশন কর্মসূচি।শান্তিপুর থানায় এই প্রসঙ্গে একটি ডেপুটেশন জমা দেয় আই এমএ, এ,এইচ ডি শান্তিপুর ব্রাঞ্চ চিকিৎসক অ্যাসোসিয়েশনের এর পক্ষ থেকে। এই ডেপুটেশন কর্মসূচিতে প্রায় কুড়ি জন চিকিৎসক অংশগ্রহণ করে। যাদের মধ্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন ডক্টর পিকে দাস, ডক্টর বাসুদেব দত্ত, ডক্টর তন্ময় দে, রতন হালদার, অরিন্দম ভট্টাচার্য, নেতৃত্বে ছিলেন চিকিৎসক শিবাজী কর ও ডক্টর শ্যামল পড়ে। ডেপুটেশন কর্মসূচির শেষে চিকিৎসকদের দাবি, যেভাবে একজন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসককে কালীপুজোর চাঁদার জুলুমবাজি কে কেন্দ্র করে নিগ্রহ ও আহত হতে হলো, দোষীদের অবিলম্বে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।পাশাপাশি তারা এও জানান,আহত চিকিৎসক সুজন দাস এখন রানাঘাটের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসারত রয়েছেন,কিন্তু একজন চিকিৎসকের উপরে এই ধরনের অমানবিক কাজ চিকিৎসক মহল কখনো মেনে নেবে না। আমরা প্রশাসনের কাছে আর্জি জানিয়েছি, প্রশাসন যাতে দ্রুত দোষীদের চিহ্নিত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। চিকিৎসক বাসুদেব দত্ত বলেন,কালীপূজা চাঁদার জুলুমবাজি এক জন চিকিৎসককে মারধর করে হাসপাতালে বাইক চালিয়ে আসছিল সেই সময় তার কাছে কালীপূজা চাঁদা চাই এবং দিয়ে দেড়ি হওয়ার কারণে নিগ্রহ ও মারধরের বর্তমান হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই চিকিৎসক।

রেশনে চাল, আটা কম দেওয়ার অভিযোগে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাগদা

আপনজন: রেশনে চাল এবং আটা কম দেওয়ায় অভিযোগ, ডিলারের ছেলেকে আটকে রেখে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের।উত্তর ২৪ পরগনার বাগদার কনিয়াড়া দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিনাথপুরের রেশন ডিলার নিবেদিতা সাধুর কর্মচারী মঙ্গলবার সকালে হুশিয়ার মন্ডলকে চাল এবং আটা মিলিয়ে ১৯ কেজি ৭০০ দেওয়ার কথা ছিল । কিন্তু দেওয়া হয়েছে মাত্র ১৫ কিলো । পরবর্তীতে গ্রামের বাসিন্দারা এসে তাদের কাছে জানতে চাইলে আরো পাঁচ কিলো আটা ও চাল দিয়ে দেওয়া হয় । এরপরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামের বাসিন্দারা । তাদের দাবি দীর্ঘদিন ধরে এই রেশন ডিলার রেশনের চাল এবং আটা কম দিয়ে আসছে । দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখা হয় ডিলারের ছেলে শান্তনু সাধু ও কর্মচারী শংকর কর্মকারকে । এলাকার মানুষের দাবি সাধারণ মানুষের রেশনের চাল চুরি করে খাচ্ছে এই ডিলার। তার শাস্তি হোক। যদিও রেশন ডিলারের ছেলে শান্তনু সাধু ভুল স্বীকার করে জানিয়েছেন তার ভুল হয়েছে । অন্যদিকে, কর্মচারী শংকর কর্মকার জানিয়েছেন ডিলার তাকে কম দিতে বলেছে ।ঘটনাস্থলে যান বাগদা ফুড ইন্সপেক্টর সঞ্জীব চক্রবর্তী ও বাগদা থানার পুলিশ । ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের আশ্বস্ত করেন ফুড ইন্সপেক্টর। পাশাপাশি রেশন ডিলারের ছেলে শান্তনু সাধু ও কর্মচারীকে আটক করে নিয়ে যায় পুলিশ ।

ছট পুজো উপলক্ষে অজয় নদীর ঘাট পরিদর্শন ও আলোচনা সভা

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: ছট পুজো উপলক্ষে বীরভূম বর্ধমান সীমান্ত অজয় নদীর ঘাট সংলগ্ন এলাকা জুড়ে বহু মানুষের ঢল নামে। প্রতি বছর বীরভূমের খয়রাশোল থানা এলাকার ভীমগড়ের কাছে অজয় নদীর তীরে একদা কৈলাশের ঘাট নামে পরিচিত সেই স্থানে চলে ছট পুজোর ক্রিয়াকলাপ সাথে সাথে স্নান করার পর্ব। এখানে জেলার খয়রাশোল এলাকা ছাড়াও পশ্চিম বর্ধমান জেলার পান্ডবেশ্বর, অন্ডাল,লাউদোহা থানা এলাকা থেকেও হাজারো ধর্মপ্রাণ ভক্ত ভোর থেকে অজয় নদের উক্ত স্থানে স্নান করতে আসেন এবং পুজো দেন। তাই ছট পুজোর আগেভাগেই স্থানীয় নদী ঘাটের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করা হয় বীরভূম জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে। এরপর ছট পুজো কমিটি, স্থানীয় পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, পুলিশ প্রশাসন সহ সমাজসেবিদের নিয়ে এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা সহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।

এদিন ছটপুজোর দিন অজয় ঘাট সহ বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে আলোর ব্যাবস্থা,নদীর ঘাট পরিস্কার রাখা,যেখানে জলের গভীরতা বেশী সেই স্থানে বাঁশের বেরিকেড দেওয়া ও লাল ফিতে দিয়ে ঘেরার ব্যবস্থা, অসামাজিক কাজের প্রতি সতর্ক থাকা,জনস্বার্থে পুলিশি সহায়তা কেন্দ্র খোলা ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়।এদিন সরজমিনে উপস্থিত ছিলেন দুবরাজপুর সার্কেল ইনস্পেক্টর মাধব চন্দ্র মন্ডল,খয়রাশোল থানার ও সি তপাই বিশ্বাস,এস আই প্রশান্ত ব্যানার্জী, খয়রাশোল পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য শ্যামল গায়েন,কেন্দগড়ে পঞ্চায়েত প্রধান কেয়া দাস,স্থানীয় সমাজসেবী সিদ্ধার্থ ব্যানার্জী, গনেশ আচার্য্য,ভীমগড় বাজার কমিটির সদস্য সুখেন ব্যানার্জী,দীনবন্ধু সাঙ্গুই প্রমুখ।

ইসলামিক মাদ্রাসার সূচনা হাসনাবাদে

শামিম মোল্যা ● বসিরহাট

আপনজন: অল ইন্ডিয়া সুন্নাত অল জামাত নামে একটি ইসলামী সংগঠনের উদ্যোগে চালু হলো মডেল মাদ্রাসা। এই সংগঠনের এমআইভিপি বা মডেল ইসলামিক ভিলেজ প্রোজেক্টের মাধ্যমে রাজ্যের ২৫০ টির অধিক গ্রামে চলছে এই মডেল মাদ্রাসা।

মঙ্গলবার বিকালে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাসনাবাদ ব্লকের ভেবিয়ার বোলদেপোতা গ্রামে সূচনা হলো মডেল ইসলামিক মাদ্রাসা। উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া সুন্নাত অল জামাতের সাধারণ সম্পাদক মুফতি আব্দুল মাতিন সহ বিশিষ্ট জনেরা।

এদিন আব্দুল মাতিন বলেন, আমাদের সংগঠনের পরিকল্পনা হলো নিরক্ষরতা দূরীকরণ, ছাত্র ছাত্রীদের জেনারেল শিক্ষার পাশাপাশি সামাজিক শিক্ষা প্রদান করা, বয়স্ক ও মহিলাদের সামাজিক শিক্ষা ও শুদ্ধ কুরআন শেখানো। সেই মতো আমারা রাজ্যের প্রায় ২৫০ টি গ্রামে এই মডেল ইসলামিক মাদ্রাসা তৈরি করেছি যা বেশ সাড়া যোগিয়েছে। আজকে বোলদেপোতা মাদ্রাসায় সূচনা হল মডেল মাদ্রাসা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গঙ্গার ভাঙন এলাকা পরিদর্শনে মহকুমা শাসক

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে গঙ্গা ভাঙ্গন কবলিত এলাকা পরিদর্শনে এলেন জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক আই.এ.এস একাম জি সিং। মঙ্গলবার দুপুরে সামশেরগঞ্জের উত্তর চাচন্ড গ্রামে আসেন তিনি। সে'সময় মহকুমা শাসকের সঙ্গে পরিদর্শনে ছিলেন সামশেরগঞ্জের বিডিও সুজিত চন্দ্র লধ, সামশেরগঞ্জ থানার ওসি সুমিত বিশ্বাস, স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রফিকুল আলম সহ অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। এদিন উত্তর চাচন্ড গ্রাম পরিদর্শন করার পাশাপাশি সামশেরগঞ্জের মহেশটোলা, প্রতাপগঞ্জ এলাকাও পরিদর্শন করেন জঙ্গিপুরের মহুকুমা শাসক। গঙ্গায় বালির বস্তা ফেলা সহ বিভিন্ন পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক। উল্লেখ্য, বেশ কয়েক বছর ধরে শামসেরগঞ্জে গঙ্গার ভাঙনের জন্য বহু বাড়ি নিদী গর্ভে চলে গেছে।

শিশুদিবস সাহিত্য মঞ্চের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: এক ঝাঁক শিশুদের নিয়ে সাড়ম্বরে পালিত হলো শিশু দিবস।

শিয়ালদাহ কৃষ্ণপদ মেমোরিয়াল হলে শিশুদের মাঝে অঙ্কন প্রতিযোগিতা, কবিতা, আবৃত্তি , শীতবস্ত্র প্রদান ও গুণীজন সমবর্ধনা করা হয়.উপস্থিত ছিলেন কবি অরণ্যক বসু বর্ষীয়ান কবি বরুণ চক্রবর্তী,ডক্টর সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ ডক্টর রনজিত দাস সেলিম দুরানি বিশ্বাস সুপর্ণা কর্মকার নাজনীন সুলতানা আকাশ পাইন শিব শঙ্কর বক্সী শিশু সাহিত্যিক কবি আব্দুল করিম প্রমুখ।

প্রায় একশ কুড়ি জন কবি সাহিত্যইকের উপস্থিতি তে সভাগর ভরে ওঠে । পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছিলেন । বাংলাদেশের অতিথি উপস্থিত ছিলেন কবি খাইরুল ।

বক্তব্য ও কবিতা পাঠ করেন সংস্থার কর্ণধার চন্দ্রনাথ বসু শেখ মনির উদ্দিন ,তমা কর্মকার শুভ্রা ঘোষ শিশু শিল্পী আগমনী ধুন প্রমূখ।

বিশেষ অতিথিদের মধেয বিভিন্ন গাছ বিতরণ করা হয় । সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রীমতি মধুমিতা ভূত।

১০দিনের সদ্যোজাতকে নিয়ে কুয়োতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা গৃহবধূর

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: ১০ দিনের সদ্যজাত কন্যাসন্তানকে সঙ্গে নিয়ে কুয়োতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা গৃহবধূর, মানসিক অবসাদে নাকি এর পিছনে রয়েছে অন্য কোনো কারন তদন্তে পুলিশ। মাত্র ১০ দিনের সদ্যজাত কন্যাসন্তানকে কোলে নিয়ে কুয়োতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলেন এক গৃহবধূ। গতকাল রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়া সদর থানার বাসুলীতড়া গ্রামে।

শ্বশুরবাড়ির সাথে সম্পর্কের টানাপোড়েনে মানসিক অবসাদের জেরে এই আত্মহত্যা নাকি এর পিছনে লুকিয়ে রয়েছে অন্য কোনো রহস্য তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বাঁকুড়া সদর থানার বাসুলীতড়া গ্রামের ঝুমা বাউরীর সাথে বছর দেড়েক আগে বিয়ে হয় বেলিয়া গ্রামের তরুন বাউরীর। বিয়ের পর থেকেই শ্বশুরবাড়ির সাথে সম্পর্কের টানপোড়েন শুরু হয় ঝুমার। এরই মাঝে ঝুমা অন্ত:স্বত্বা হয়ে পড়লে ঝুমা বাপের বাড়িতেই থাকতে শুরু করেন। দিন দশেক আগে ঝুমা বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। সন্তানের জন্মের পর স্বামী তরুণ বাউরী সন্তান সহ ঝুমাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলে ঝুমার শারিরীক দূর্বলতার কারন দেখিয়ে সন্তান সহ ঝুমাকে বাসুলীতোড়া গ্রামে নিয়ে যান বাপের বাড়ির লোকজন। এরপর গতকাল রাত দশটা নাগাদ বাপের বাড়ি থেকেই সন্তান সহ নিখোঁজ হয়ে যান ঝুমা। দীর্ঘক্ষণ ধরে খোঁজ করার পর বাপের বাড়ির লোকজন দেখেন বাড়ির অদূরে একটি কুয়োতে ঝুমা ও তাঁর সন্তানের দেহ ভাসছে। এরপর পুলিশে খবর দিলে আজ ভোর নাগাদ পুলিশ ও দমকলের কর্মীরা গিয়ে কুয়ো থেকে মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যায়। পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন এমনিতেই শারিরীক ভাবে দূর্বল ছিলেন ঝুমা। সন্তান প্রসবের পর সামান্য মানসিক সমস্যাও দেখা দেয়। সেই অবসাদের জেরেই আত্মহত্যা নাকি এর পিছনে অন্য কোনো কারন রয়েছে খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

কাটিয়াহাটের মিশনে শিশু দিবস উদযাপিত হল মহাসমারোহে

এম মেহেদী সানি ● বাদুড়িয়া

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা কাটিয়াহাট আল-হেরা অ্যাকাডেমিতে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরেও সাড়ম্বরে পালিত হলো শিশু দিবস। শিশু শিক্ষা, অধিকার সুরক্ষিত করা, মনীষীদের বাণী এবং স্কুলমুখী হওয়ার বার্তা নিয়ে প্লাকার্ড হাতে এদিন মিশন থেকে কাটিয়াহাট বাজার পর্যন্ত পথ পরিক্রমা করে শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী শিক্ষার্থী ও অভিভাবক অভিভাবিকারা ৎ।

মিশনের ডাইরেক্টর ও সিরাতের রাজ্য সম্পাদক আবু সিদ্দিক খান বলেন, 'এই দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন আমাদের সকলের কাছে। কারণ শিশুরাই আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ। তারাই আগামী দিনে সমাজ ও দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এটা আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর উক্তি দিয়ে বলেন, শিশুদের কিভাবে মানুষ করছি তার উপর নির্ভর করছে দেশের ভবিষ্যৎ চেহারা । আমাদের দেশে জহরলাল নেহেরুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে ১৪ ই নভেম্বর শিশু দিবস উদযাপন করা হয় । তাই আমরা আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাড়ম্বরে পালন করে থাকি এই দিনটিকে । আমাদের আজকের দিনে দাবী- পথশিশু চাই না,শিশু শ্রমিক চাই না,আমরা চাই সকল শিশু শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষা অর্জন করুক । শিশুদের অধিকার সুরক্ষিত হোক।'

এদিন মিশনের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক হাজী আকবর আলী সরদার বলেন, আজ যেভাবে আমাদের ছাত্র ছাত্রীরা পদযাত্রা করলো এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কেরাত, গজল, কবিতা, ইংরেজি কথোপকথন, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা ইত্যাদি পারফরম্যান্স করলো আমরা সত্যি গর্বিত, আনন্দিত, আপ্লুত । আমরা দোয়া করি এই সমস্ত শিশুরা একদিন দেশের সুনাগরিক হয়ে দেশ ও দশের কল্যাণে কাজ করবে। আদর্শ মানুষ তৈরি হবে।' এদিন বক্তব্য রাখেন, মিশনের প্রধান শিক্ষক মুজাফফর রহমান, নার্সারীর বিভাগীয় প্রধান ইউনুস গাজী, হোস্টেল সুপার রায়হান হোসেন, শিক্ষক সৌরভ সেন প্রমুখ ।

শিশু দিবস পালিত ভাঙড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ভাঙড়

আপনজন: স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উৎযাপন করল ভাঙড়ের 'শিক্ষাঙ্গন' নামের সাংবাদিকতা সাহিত্য সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ক প্রতিষ্ঠানে। কাশিপুরে প্রতিষ্ঠানের সভাকক্ষে বক্তব্য ও কবিতায় উৎযাপন করা হয় বিশেষ এই দিনটি। এদিন নেহরুর জীবন ও তাঁর শিশু প্রীতির উপর বক্তব্য রাখেন, কবিতা পাঠ করেন ও অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন 'শিক্ষাঙ্গন'-এর পরিচালক সাংবাদিক সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে, বক্তব্য রাখেন সমাজকর্মী ইন্তিয়াজ মোল্লা, কবিতা পাঠ করেন শিক্ষক ফারুক আহমেদ, কবিতা পাঠ করে তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়া শিশু ইমতিয়াজ হোসেন প্রমুখ।

কীর্ণাহারে বস্ত্র বিতরণ

কালীপুজো ও দীপাবলি উপলক্ষে কীর্ণাহার থানা এলাকায় দুস্থদের বস্ত্র বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলার তৃণমূল সভাধিপতি কাজল শেখ সহ ও কীর্ণাহার থানার আধিকারিকরা।

প্রয়াত মান্নান হোসেনের জন্য দোয়া

আসিফ রনি ● বহরমপুর

আপনজন: প্রয়াত রাজনীতিবিদ মান্নান হোসেনের প্রয়াণ দিবসে মাগফিরাত কামনায় তাঁর বিশিষ্ট জৈষ্ঠ্য পুত্র তথা জেলা পরিষদ সদস্য রাজীব হোসেন উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ,কবর জিয়ারত ও রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হলো মঙ্গলবার। জানা যায় ১৪ ই নভেম্বর ২০১৭ সালে মৃত্যু বরণ করেন মান্নান হোসেন। তারপর থেকেই দিনটিকে মৃত্যু দিবস হিসেবে পালিত করে আসছে তাঁর পরিবার। মঙ্গলবার বহরমপুরের খাগড়াঘাট জাগৃতি সংঘ ময়দানে মান্নান হোসেনের পুত্র তথা জেলা পরিষদ সদস্য এবং এনবিএসটিসি ডিরেক্টর রাজীব হোসেন শ্রদ্ধা ও স্মরণে কুরআন তেলাওয়াত , রক্তদান শিবির ও শীতবস্ত্র বিতরণের আয়োজন করেন এবং গ্রামের বাড়িতে গিয়ে মান্নান হোসেনের কবর জিয়ারত করা হয়। এদিন সকাল থেকে প্রথমে শুরু হয় কুরআন তেলাওয়াত পর্ব, অন্যদিকে সকাল দশটা থেকে শুরু হয় রক্তদান শিবির। সেখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন এলাকার মানুষেরা। নারী থেকে পুরুষ লক্ষ্য করা যায় সকলের উপস্থিতি । সব মিলিয়ে প্রায় ৩৫০ জন স্বেচ্ছায় করেন রক্তদান অপরদিকে এদিন বৈকালে মান্নান হোসেনের কবর জিয়ারতের পাশাপাশি দুঃস্থ অসহায় মানুষদের শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়। এদিন প্রায় ১৫০০ জন মানুষকে দেওয়া হয় শীতবস্ত্র। উপস্থিত হন জেলার একাধিক তৃণমূল নেতৃত্ব। ছিলেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবির, নবগ্রামের বিধায়ক কানায় চন্দ্র মন্ডল, বিধায়ক ইদ্রিস আলী, সংসদ খলিলুর রহমান, বিধায়ক অপূর্ব সরকার, রবিউল আলম চৌধুরী, ও জলঙ্গির বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক, সাংসদ আবু তাহের খান সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

প্রথম নজর

জাতীয় শিশু দিবসে স্কুল ছুট ও শিশু পাচার রোধের অঙ্গীকার

ওবায়দুল্লাহ লস্কর ● বহরমপুর

আপনজন: কাজলা জনকল্যাণ সমিতি ও চাইল্ড রাইটস এ্যান্ড ইউ (ক্রাই) এর উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা ব্লকের গোপালনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৪ই নভেম্বর ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে শিশু দিবস পালিত হলো।

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন প্রধান অনুরাধা দাস, উপ প্রধান, দেবরঞ্জন গিরি ও অন্যান্য গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যগন। গ্রাম পঞ্চয়েতের প্রধান অনুরাধা দাস বলেন শিশু দিবস উপলক্ষ্যে আমরা অঙ্গীকার করছি - শিশুবান্ধব গ্রাম পঞ্চায়েত গড়ে তুলবো এবং ঝুঁকিপূর্ন পরিবার গুলিকে সচেতন করবে। কাজলা জনকল্যাণ সমিতির সহ-অধিকর্তা বিবেকানন্দ সাহু বলেন - শিশু দিবস উপলক্ষ্যে সমিতির একটিই ভাবনা "শিশুবান্ধব পরিবেশই আমাদের অঙ্গীকার"। গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রাম থেকে ২০০ জন কিশোর কিশোরী এবং যুবক যুবতী ট্যাবলো সহযোগে সাইকেল রালিতে অংশ গ্রহণ করে। এই সাইকেল মিছিলের মাধ্যমে স্কুল ছুট, বাল্যবিবাহ, মানব পাচার, শিশু নির্যাতনের নানা সমস্যা প্ল্যাকার্ড ও স্লোগান দিয়ে প্রচার করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোপালনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অনুরাধা দাস ও উপ প্রধান দেবরঞ্জন গিরি এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য। প্রায় ৫ কিলোমিটার রাস্তা ধরে সুসজ্জিত ট্যাবলো প্রদক্ষিণ করে। গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান দেবরঞ্জন গিরি বলেন পঞ্চায়েতের বার্ষিক পরিকল্পনা রচনার জন্য এবছর শিশুদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে, শিশুবান্ধব গ্রাম পঞ্চায়েত গড়ে তুলতে ধীরে ধীরে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একটিও শিশু যাতে স্কুল ছুট না হয়, বাল্যবিবাহের শিকার না হয় এবং পাচারের শিকার না হয় তারজন্য গ্রাম পঞ্চায়েত ও কাজলা জনকল্যাণ সমিতি যৌথ ভাবে নানান কর্মসূচি গ্রহণ করবে।

মেমারির জামিয়া ইসলামিয়া ক্যাম্পাসে শেষ হল দুদিনের মনোজ্ঞ সারা বাংলা কুরআন প্রতিযোগিতা

কে কে আনাম ● মেমারি

আপনজন: পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি শহরে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইতিহাস গবেষক গোলাম আহমাদ মোর্তজা রহ. প্রতিষ্ঠিত জামিয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলুম ক্যাম্পাসে দু'দিনের দশম সারা বাংলা কুরআন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১২ ও ১৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতা ও ওয়াজ মেহফিলের আয়োজক ছিল বিশ্বখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ হজরত মাওলানা গুলাম মোহাম্মদ বস্তানভির জামিয়া ইসলামিয়া ইশাআতুল উলুম ।

মেমারি জামিয়ার সেক্রেটারি কাজী মুহাম্মদ ইয়াসীন জানান, বস্তানভি'জির সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক বিশ বছরের। তাঁর পিতা গোলাম আহমাদ মোর্তজা রহ এই যোগসূত্র গড়ে তুলেছিলেন।

দারুল উলুম দেওবন্দের প্রাক্তন উপাচার্য গুলাম মোহাম্মদ বস্তানভি গুজরাতের সুরাত জেলার বস্তানে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর কর্মভূমি মহারাষ্ট্রের নানদুরবার জেলার আক্কালকুয়া'র পবিত্র ভূমে। স্কুল, কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, হসপিটাল, মাদ্রাসা সহ পঁচিশটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা - পরিচালক হজরত বস্তানভি দারুল উলুম দেওবন্দে মাস ছয়েকের উপাচার্যের কার্যকালে মেডিসিন ও প্রকৌশলকে প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করে ঐতিহাসিক সংস্কার সাধন করেন। নব্বইয়ের দশকে তিনি পবিত্র কুরআনের সঠিক অর্থ প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

মেমারি জামিয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলুমে তিনি সম্মানীয় প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসাবে সম্মানিত। তাঁরই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিয়া ইসলামিয়া ইশাআতুল উলুমের উদ্যোগে আয়োজিত হয় এই কুরআন প্রতিযোগিতা ও ওয়াজ মেহফিল।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে ৬৮ টি মাদ্রাসার শতাধিক (১০২) প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। আক্কালকুয়া'র জামিয়া থেকে প্রেরিত ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হতে আগত ন'জন বিচারক প্রতিযোগিতায় বিচারের দায়িত্বে ছিলেন। প্রতিযোগিতা হয়, পূর্ণাঙ্গ কুরআন কণ্ঠস্থকরণ, কুরআন শরীফের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, চল্লিশ হাদীস সনদ সহ কণ্ঠস্থকরণ এর ওপরে। প্রতিটি স্তরেই প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। প্রথম বিভাগ অর্থাৎ ত্রিশ পারা হিফযে কুরআনে প্রথম স্থান অধিকার করে হুগলী জেলার বেলপাড়া মুনিরিয়া দারুল উলূম মাদ্রাসার মুন্সী মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। ঐ বিভাগে দ্বিতীয় হয় দঃ ২৪ পরগনার চিনিপুকুরের জামিয়া ফাইযুল উলূমের ছাত্র হাবিবুর রহমান। দঃ ২৪ পরগনার উত্তর পাড়ার মাদ্রাসা দারুল ফালাহের ছাত্র হাবিবুর রহমান তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এই বিভাগে চতুর্থ ও পঞ্চম হয় যথাক্রমে উত্তর ২৪ পরগনার শায়েস্তা নগর দারুস সালাম মাদ্রাসার ছাত্র শেখ মুহাম্মাদ সাদিক ও উত্তর দিনাজপুরের ফাইজুল কুরআন ঠিকরেবাড়ির ছাত্র সফিউজ্জামান। দ্বিতীয় বিভাগ তাফসিরুল কুরআনে পূর্ব বর্ধমান জেলার জামিয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলূম মেমারির ছাত্র আব্দুল হাকীম প্রথম এবং উত্তর ২৪ পরগনার জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম কালিকাপুরের নাফিস মোল্লা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে । তৃতীয় বিভাগ হাদীসে বীরভূম জেলার ইলাম বাজারের মাদ্রাসা দারুল উলূম নোমানিয়ার ছাত্র জুলফিকার মন্ডল প্রথম এবং উত্তর দিনাজপুরের জামিয়া উবাই ইবনে কাব বানিয়াটোলার আহমাদ আব্দুল্লাহ দ্বিতীয় স্থান দখল করে। বিজয়ী ছাত্রদের প্রত্যেকের হাতে তুলে দেওয়া হয় নগদ আর্থিক পুরস্কারসহ বিভিন্ন উপহার সামগ্রী ও মানপত্র । জানা যায়, এই প্রতিযোগিতার হিফয বিভাগে প্রথম থেকে পঞ্চম স্থানাধিকারী ছাত্ররা এবং তাফসীর ও হাদীস বিভাগের কেবল প্রথম স্থানাধিকারী ছাত্ররা আগামী ২২, ২৩ ও ২৪ ডিসেম্বর মহারাষ্ট্রের আক্কালকুয়া'র সর্বভারতীয় কুরআন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবে। প্রতি তিন বছর অন্তর জাতীয় স্তরে এই প্রতিযোগিতা হয়। এবার ২৬ টি রাজ্যের প্রতিযোগীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে চলেছে।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রদান ছাড়াও ছিল ওয়াজ মেহফিল। উপস্থিত ছিলেন হজরত বস্তানভির সুযোগ্য পুত্র মাওলানা মোহাম্মদ হুজাইফা বস্তানভি। তেলঙ্গানার স্বনামধন্য বক্তা মুনাওয়ার যামান । শুরুতে জামিয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলুমের সেক্রেটারি কাজী মুহাম্মদ ইয়াসীন উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা আমাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন। আমাদের কোনও অভাব আপনারা রাখেননি। আপনাদের কাছে আমারা কৃতজ্ঞ। এর সঙ্গে আমরা চাই, আপনারা ভালো ভালো ছাত্র ছাত্রীদের পাঠান। তিনি বলেন, মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে আলেম হয়েও অন্য পেশায় প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতা অর্জন করা যায়। আমাদেরই সেই উদাহরণ আছে। তিনি মেমারি জামিয়াকে স্থান নির্বাচন করার জন্য আক্কালকুয়া'র জামিয়া ইসলামিয়া ইশাআতুল উলুমের নিকট কৃতজ্ঞতা জানান। অতিথি বক্তাদের অভ্যর্থনা জানান মেমারি জামিয়ার চেয়ারম্যান ও প্রিন্সিপাল ক্বারী কাজী সামশুদ্দিন আহমাদ কাশেমী । তিনি বলেন, খুশির বিষয় হল, আজকের এই অনুষ্ঠান আয়োজনে আমরা হাজার কিলোমিটার দূরের মানুষদের এখানে পেয়েছি। তারই সঙ্গে দুঃখের এটাই যে, আজকের এই মহতি অনুষ্ঠানে আমরা হজরত বস্তানভিকে পেলাম না। তাঁর দীর্ঘ জীবন ও সুস্বাস্থ্য কামনা করে, তিনি ভারতের মুসলিম সমাজে তাঁর অবদানের কথা তুলে ধরেন। জলসার প্রধান অতিথি মাওলানা হুজাইফা বস্তানভি পবিত্র কুরআনের নির্ভরতার ওপর জোর দিয়ে বলেন, ভারতবর্ষের মুসলমানদের শিক্ষা গ্রহণের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি আরও বলেন, শিক্ষা দুই প্রকার। ইসলামী শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষা। ইসলামী শিক্ষা প্রত্যেক মুসলমানকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। তার সঙ্গে আধুনিক গ্রহণও জরুরি। ভারতবর্ষের উদ্বুদ্ধকারী বক্তাদের অন্যতম মুনাওয়ার যামানের বক্তব্য শোনার আগ্রহ ছিল উপস্থিত মানুষের মধ্যে। দ্বীন শিক্ষা ও ঈমান রক্ষার ওপর জোর দেন তিনি। প্রধান অতিথি মাওলানা হুজাইফা বস্তানভির দুআর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। মুফতি কাজী তালেবুল্লাহ্ কাশেমী সহ বহু ইসলামী চিন্তাবিদ উপস্থিত ছিলেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ডায়াবেটিস দিবস উপলক্ষে পদযাত্রা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ১৪ই নভেম্বর বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উপলক্ষে মালদা ইংরেজবাজার শহরের বেসরকারি স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্রের উদ্যোগে এক সচেতনতামূলক পদযাত্রা ইংরেজবাজার শহর জুড়ে মঙ্গলবার সকালে বের হয়। এই সচেতনতামূলক র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন মালদা মেডিকেল কলেজ হসপিটালের মেডিসিন বিভাগের সর্ব প্রধান ডাক্তার অভিজিৎ সাহা আরও অন্যান্য চিকিৎসকরা।শহরের কৃষ্ণ পল্লী সাবই থেকে এই রেলি বের হয় কেজি সেন্ট্রাল রোড, হ্যান্টা কালী বাড়ি , ফোয়ারা মোর রাজ হোটেল মোড়, জুড়ে সচেতনতা মূলক রেলি বের হয়। মালদা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল এর মেডিসিন বিভাগের সর্ব প্রধান ডাক্তার অভিজিৎ সাহা জানান আজ বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস সারা ভারত বর্ষ দেশব্যাপী আজকের এই দিনটা আমরা পালন করছি জনসংখ্যা নিরিখে ডায়াবেটিসে আমাদের দেশ বৃহত্তম। ডায়াবেটিস রুখতে মানুষকে সচেতন হতে হবে। আজকের এই পদযাত্রা করা হয়েছে ।

শিশু দিবস পালিত হল এমিল পাবলিক স্কুলে

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: মঙ্গলবার শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। এটা শুধু কথার কথা নয়। সাংস্কৃতিক সহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজনে তা বোঝালেন নলহাটি ২ নং ব্লকের একটি স্কুল। মঙ্গলবার সকালে বান্দখালা গ্রামে বেসরকারি এমিল পাবলিক স্কুল প্রাঙ্গণে পালিত হলো শিশু দিবস। তাদের সুরক্ষিত ভবিষ্যতের জন্য তাদের দিয়ে পালিত হল অনুষ্ঠান।

সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। দ্বিতীয় পর্বে পণ্ডিত জওহর লাল নেহরুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে তাকে শ্রদ্ধা জানান বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। পরে বিদ্যালয়ের খুদে পড়ুয়ারা কেউ কবিতা আবৃত্তি, কেউ শিশু দিবসের গুরুত্ব কি এবং কেন শিশু দিবস পালন করা হয় তার উপর বক্তব্য রাখে। সেই সঙ্গে নাটক মঞ্চস্থ করে ছাত্রছাত্রীরা। সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে শিশুদের বার্তা বাবা তুমি গাড়ি আসতে চালাও, আমার বেড়ে ওঠার স্বপ্ন তোমার কাছে। আমি ক্ষুধার্ত ঘুম চাই না। আমরা বিভাজন চাই না, সম্প্রীতি চাই। "আমরা করবো জয়, নিশ্চয় সেদিন আর দেরি নয়" স্লোগান তুলে আগামী দিনে বাঁচার স্বপ্ন শিশুদের। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাদ্দাম হোসেন বলেন, বিদ্যালয়টি ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর প্রতি বছর শিশু দিবস উপলক্ষে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ডোমকলে একাধিক থানার উদ্যোগে বস্ত্র বিলি

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: ডোমকল থানাপাড়া কালীপূজা কমিটির পক্ষ থেকে কালীপূজা ও ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে বস্ত্র শীতবস্ত্র বিতরণ। এলাকার গরীব দুঃস্থ অসহায়দের মাঝে বস্ত্র বিতরণ। প্রতি বছরের মতো এবছরও প্রায় ৬০০ জন গরীব দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ করা হল। থানার উদ্যোগে আয়োজিত এই বস্ত্র বিতরণ। থানাপাড়ার পাশাপাশি পুলিশ ক্যাম্প গুলিতেও দেওয়া হয় বস্ত্র। বিধায়ক জাফিকুল ইসলাম, এসডিপিও সেখ সামসুদ্দিন, খাদ্য আধিকারিক মোঃ মুশির আহমেদ, আইসি জ্যোতির্ময় বাগচী সহ আরো অনেকেই উপস্থিতি ছিলেন বস্ত্র বিতরণী অনুষ্ঠানে।একি ভাবে জলঙ্গি থানা পাড়া কালী পূজো কমিটির উদ্যোগে একাধিক কর্মসূচী নেওয়া হয় যেমন কুইজ প্রতিযোগিতা, বস্ত্র বিতরণ এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জলঙ্গি থানার ওসি কৌশিক পাল, জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রকি সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিগনেরা। এলাকার অসহায় দুঃস্থ ব্যক্তিদের বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। অন্য দিকে রাণীনগর থানার উদ্যোগেও বস্ত্র বিতরণ ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় আয়োজন করা হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানাযায়। পুলিশের এহনো উদ্যোগে খুশি এলাকার অসহায় দুঃস্থ মহিলারা।

আল মোস্তফা মিশন-এর ছাত্রীদের বড় বিজ্ঞানী হয়ে ওঠার অঙ্গীকার

নাফিসা ইসমাত ● হাড়োয়া

আপনজন: স্বপ্ন দেখলে বড় স্বপ্ন দেখো। কেন হতে পারবেনা, তোমাদের মধ্যে কেউ সায়েন্টিস্ট বা বড় প্রশাসক! যেমনটি বলতেন বিজ্ঞানী এ পি জে আব্দুল কালাম, 'ওই স্বপ্ন নয়, যা তুমি ঘুমিয়ে দেখো, বরং সেই স্বপ্ন দেখো, যা তোমাকে ঘুমোতে দেয় না।' সম্প্রতি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মালতীপুরে আল মোস্তফা মিশনের ছাত্রীদের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে তাদেরকে উজ্জিবিত করে সামনে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক প্রস্তুতির কথা বলছিলেন গণিতের বিশিষ্ট শিক্ষক নায়ীমুল হক। ছাত্রীরাও সমস্বরে শিক্ষকের সঙ্গে প্রত্যয়ের সঙ্গে জবাব দিল, 'আমরাও প্রস্তুত'।

বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পুজোর ছুটি চলছে। খোলা আছে বিভিন্ন মিশন। বিদ্যালয়ের পুজোর ছুটির দিনগুলোকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা বেরিয়ে পড়ছেন এই সমস্ত মিশন বিদ্যালয়গুলির ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কিছু সময় কাটাতে। উদ্দেশ্য একটাই, সামনে তাদের বোর্ড পরীক্ষা, মনোবল ঠিক রেখে যথাযথ প্রস্তুতি নিতে তাদের সাহায্য করা। এছাড়াও প্রশ্ন বাছতে শেখা, কত নম্বরের জন্য ঠিক কতটুকু লিখতে হয় তা শেখা, টাইম ম্যানেজমেন্ট একটা বড় বিষয়, সে সম্পর্কে সজাগ হওয়া, এ সমস্ত বিষয়ে যাতে মিশন বিদ্যালয়গুলির ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সম্যক ধারণা গড়ে ওঠে, তার জন্যই পূজোর ছুটিতে বসে না থেকে, যেখান থেকে আমন্ত্রণ আসছে সামর্থ্য অনুযায়ী সেখানে পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করছেন বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষক-শিক্ষিকারা, সঙ্গে আছেন নবীনরাও, এমনকি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারাও। এদিন আল মোস্তফা মিশনে টেস্ট পরীক্ষার আগে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ইংরেজি ক্লাস করলেন স্বনামধন্য শিক্ষক মোস্তফা হাবিব, পদার্থবিদ্যার ক্লাস নিলেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক পলাশ ঘোষ এবং গণিতের ক্লাস নিলেন ঐতিহ্যশালী হরিনাভি স্কুলের শিক্ষক নায়ীমুল হক। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন সেখ আহাসান আলী এবং সিকান্দার মন্ডল। তাঁরাও কথা বললেন বিভিন্ন ক্লাসের ছাত্রী এবং শিক্ষক ও ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে। ছাত্রীরা জানালো খুব খুশি হয়েছে তারা সমস্ত ক্লাস পেয়ে। তাদের বক্তব্য, 'এ ধরনের ক্লাসের আয়োজন মাঝে মধ্যে হলে আমরা উপকৃত হব এবং অনুপ্রাণিতও হবো। আসন্ন মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় একেবারে পাখির চোখের মতো আমাদের লক্ষ্য থাকবে সর্বোচ্চ নম্বর তুলে আনা, যাতে আমাদের ভবিষ্যৎ সুদৃঢ় হয় এবং মিশনের নাম উজ্জ্বলতর হয়।'

বোর্ড পরীক্ষার আগে প্রতিটি বিষয়ের মক টেস্ট, মাঝে-মধ্যে মোটিভেশনাল ক্লাস-এর আয়োজন করার আরো পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে বলে জানালেন প্রধান শিক্ষক লিয়াকত আলী এবং গণিত এবং পদার্থবিদ্যার শিক্ষকেরা। তাঁদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে চলেছেন সম্পাদক ও বিশিষ্ট প্রধান শিক্ষক আর্শাদুর রহমান। দৃশ্যত খুবই সন্তুষ্ট সভাপতি আবুল খায়ের চৌধুরী। তিনি জানালেন, বিভিন্ন পরিবার থেকে উঠে আসা এই সমস্ত ছাত্রীর ভবিষ্যৎ গঠনের সঙ্গে সঙ্গে সুদৃশ্য একটি ক্যাম্পাস তৈরির পরিকল্পনার কথাও।কাজ চলছে প্রতিটি অঙ্গনে, সকলের আশা অচিরেই ফল মিলবে।

টোটোয় বৃদ্ধদের মণ্ডপ দেখাল শ্রমিক সংগঠন

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: পুলিশী বিধিনিষেধ তাই পূজো মণ্ডপ দেখার ইচ্ছা থাকলেও দেখা হয়ে উঠছিলো না বয়স্কদের। কারণ শহরে যানজট মুক্ত করতে পূজোর ক'দিন যানবাহন চলাচলে বিধি নিষেধ আরোপ করেছে পুলিশ প্রশাসন। তাই বয়স্করা টোটোতে বা গাড়িতে করে ঠাকুর দেখার উপায় ছিল না। তাদের কথা ভেবেই অভিনব উদ্যোগ নিল আইএনটিটিইউসি এর ধূপগুড়ি টাউন ব্লক সভাপতি আলম রহমান।এদিন ৩৫টি টোটো তে করে পুলিশের বিশেষ অনুমতি নিয়ে ১৪০ জন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ ঘুরিয়ে দেখানো হলো। এমনকি মধ্যাহ্ন ভোজন করানো হয় তাদের। আর এই উদ্যোগে খুশি প্রৌঢ়রা।এদিন ধূপগুড়ি ঘোষপাড়া মোড় থেকে শুরু হয় পুজো পরিক্রমা।৩৫টি টোটোতে বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের চাপিয়ে ধূপগুড়ি সমস্ত পূজা মন্ডপ পরিক্রমা করান তারা, তারপরে সমস্ত পূজা পরিক্রমা করার পর বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের প্রত্যেকেরই বাড়িতে গিয়ে তাদের পৌঁছান দিয়ে আসা হয়। আইএনটিটিইউসি এর ধূপগুড়ি টাউন ব্লক সভাপতি আলম রহমান বলেন, পূজোর সময় বয়স্ক মানুষেরা ইচ্ছে থাকলেও ঠাকুর ও পূজো মণ্ডপ ঘুরে দেখতে পারে না। কারণ পুলিশ ও ট্রাফিকের থেকে শহরে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাই বয়স্ক মানুষদের কথা ভেবে আমি ৩৫টি টোটোতে ১৪০ জন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে শ্যামাপূজা ঘোরালাম।

এসডিপিআই-এর মহিলা শাখার শিশু দিবস পালন

বিশেষ প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মঙ্গলবার ৫০ জন মা ও ৭০-এর অধিক শিশু নিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার রানীনগর-এর আকুন্দবেড়িয়া আদর্শ শিক্ষা নিকেতনে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মধ্যে দিয়ে শিশু দিবস পালন করেছে এসডিপিআই-এর মহিলা শাখা" ওমেন ইন্ডিয়া মুভমেন্ট।

বাচ্চাদের দ্বারা কবিতা আবৃত্তি ইসলামিক নাত ও নানান শিক্ষনীয় খেলার মাধ্যমে উদযাপিত হয় শিশু দিবস। আজকের শিশুরাই কালকের ভবিষ্যৎ সেই উদ্ধৃতি দিয়ে শিশুদের কিভাবে আদর্শ রূপে গড়ে তোলা যায় তা নিয়ে বক্তৃতা দেন ওমেন ইন্ডিয়া মুভমেন্টের জাতীয় কমিটির সদস্যা রুনা লাইলা। তিনি বলেন ১৪ নভেম্বর ১৮৮৯ সালে জন্ম গ্রহণ করেন ভারতের সর্বপ্রথম প্রধানমন্ত্রী "জওহরলাল নেহরু, তিনি শিশুদের খুবই ভালো বাসতে স্নেহ করতেন তাই ওনার নামের সাথেই চাচা পদবী লেগে যায়। শিশুদের নিয়ে ওনার চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই ওনার জন্মদিনে শিশু দিবস উদযাপিত হয়ে থাকে" আমরাও এসডিপিআই-এর মহিলা শাখা "ওমেন ইন্ডিয়া মুভমেন্টের তরফে উদযাপন করলাম।

হিঙ্গলগঞ্জ কলেজে পড়ুয়াদের ভাইফোঁটা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হিঙ্গলগঞ্জ

আপনজন: এরা কেউ তৃতীয় শ্রেণীতে, কেউ ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে। কিন্তু এরা কেউ আগে কখনো ভাইফোঁটা গ্রহণ করেনি। তাদের মঙ্গল কামনা করে তাদের উদ্দেশ্যে কেউ বলেনি, 'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা/ যমের দুয়ারে পড়লো কাঁটা।' নেহা দাস, সঙ্গীতা মন্ডল, পল্লবী বিশ্বাসদের সঙ্গে মহুয়া খাতুন, জেসমিন আক্তার, মরিয়ম খাতুনরা হিঙ্গলগঞ্জের বিভিন্ন স্কুলের ১০ জন ছাত্রকে ভাইফোঁটা দিল। ভাইফোঁটা নিয়ে হিঙ্গলগঞ্জের ঘোষপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র রাজদীপ বিশ্বাস জানায়, কলেজের দিদিদের কাছ থেকে ফোঁটা পেয়ে সে খুব আনন্দিত। কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী মহুয়া খাতুন এই প্রথম ভাইফোঁটা শুধু দিল তাই নয়, প্রত্যক্ষ করল। সেও জানায়,

এরকম একটা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পেরে সে খুবই খুশি এবং ভবিষ্যতে বড় অনুষ্ঠান করার জন্য অধ্যক্ষের কাছে আবেদন জানায়। অধ্যক্ষ শেখ কামাল উদ্দিন জানান তাদের পরিকল্পনা ছিল হিঙ্গলগঞ্জের পথশিশুদের ভাইফোঁটা দেওয়ার কিন্তু এবার দেরিতেই পরিকল্পনা গ্রহণ করায় সেটি সম্ভব হয়নি ভবিষ্যতে আরও বড় করে এই অনুষ্ঠান করার পরিকল্পনা করা হবে। উপস্থিত ছিলেন কলেজের শিক্ষাকর্মী সমরেশ সরদার, ছাত্রী সায়ন্তনী ঘোষ, মৌসুমী মন্ডল, সুস্মিতা রায় প্রমুখ।

ডায়াবেটিস সচেতনতায় ওয়াকথন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়া টাউন ডায়াবেটিস স্টাডি সোসাইটির উদ্যোগে মঙ্গলবার বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস পালন করা হয় ওয়াকথনের মাধ্যমে। হাওড়ার আন্দুল রোডে একটি বেসরকারী হাসপাতালের সামনে থেকে এই ওয়াকাথনে পা মেলান হাওড়া আদালতের মুখ্য সরকারি আইনজীবী সোমনাথ ব্যানার্জী, বিশিষ্ট তবলাবাদক মল্লার ঘোষ, এভারেস্ট জয়ী মলয় মুখার্জি, দেবাশীষ বিশ্বাস,হাওড়া সিটি পুলিশের এসিপি মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী, ডক্টর সঞ্জয় শা,ডক্টর বিষ্ময় কুমার ও রোটারি ক্লাব অফ অরুনোদয় এবং বিশেষ ভাবে

সক্ষম ছেলে মেয়েদের সংগঠন সংবেদনের বাচ্চা। ডায়াবেটিস স্টাডি সোসাইটির সেক্রেটারি সোশ্যাল এফেয়ার জয়তী ভট্টাচার্য বলেন, নিয়মিত শরির চর্চার পাশাপাশি চিকিৎসকদের মাধ্যমে ডায়াবেটিসের আধুনিক চিকিৎসা আরও দ্রুত ছড়িয়ে দিতে হবে। ডক্টর মৃদুল বেরা, ডা. গুরু প্রসাদ ভট্টাচার্য ডায়াবেটিস রুখথে খাদ্যাভাস নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি ফিজিক্যাল কর্মকাণ্ড বাড়াতে হবে।

নেহরু স্মরণ

বোলপুর শহর ও ব্লক কংগ্রেস কার্যালয়ে যথাযথ মর্যাদায় জহরলাল নেহরুর জন্ম দিবস পালিত হল। উপস্থিত ছিলেন বোলপুর শহর ও ব্লক কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ।
ছবি: আমীরুল ইসলাম

মাধ্যমিক ২০২৪

টেস্ট পরীক্ষার বিশেষ প্রস্তুতি

মাধ্যমিক টেস্ট পরীক্ষার আগে তোমাদের 'আপনজনে' প্রকাশিত হবে প্রতিটি বিষয়ের সম্পূর্ণ ৯০ নম্বরের প্রশ্নপত্র, সঙ্গে দেওয়া থাকবে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর। অবশ্য অংকের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রশ্নপত্রের উত্তর দেওয়া হবে। তোমাদের জন্য এগুলি প্রস্তুত করেছেন অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকারা।

সৌজন্যে - মাধ্যমিক ২০২৪ কথাশিল্প মক টেস্ট পেপারস

গণিত

নতুন পাঠ্যসূচি
(কেবলমাত্র দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচি অনুযায়ী)

মডেল প্রশ্নপত্র : সেট - ২

1. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো। 1 × 6 = 6

(i) a টাকার b মাসের সুদ c টাকা হলে, বার্ষিক সুদের হার—

(a) $\frac{100a}{bc}\%$ (b) $\frac{1200ab}{c}\%$ (c) $\frac{1200c}{ab}\%$ (d) $\frac{1200bc}{a}\%$

(ii) $ax^2 - 12x + 5 = 0$ সমীকরণের বীজদ্বয়ের সমষ্টি 3 হলে a-এর মান হবে—

(a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5

(iii) O কেন্দ্রীয় বৃত্তের AB একটি জ্যা। B বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের বর্ধিত AO কে P বিন্দুতে ছেদ করে। $\angle BAP = 30°$ হলে $\angle ABP =$ কত ?

(a) 90° (b) 110° (c) 120° (d) 130°

(iv) $\tan\alpha + \cot\alpha = 2$ হলে $(\tan^6\alpha + \cot^7\alpha)$ এর মান—

(a) 1 (b) 0 (c) 2 (d) কোনোটিই নয়

(v) একটি শঙ্কুর ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য এবং উচ্চতা প্রত্যেকটি তিনগুণ হলে, শঙ্কুটির আয়তন হয় পূর্বের শঙ্কুর আয়তনের—

(a) 6 গুণ (b) 8 গুণ (c) 16 গুণ (d) 27 গুণ

(vi) 4, 7, x, 9, y, 15 সংখ্যাগুলির গড় 10 হলে—

(a) x + y = 24 (b) x + y = 25 (c) x – y = 29 (d) x – y = 39

2. শূন্যস্থান পূরণ করো (যে কোনো পাঁচটি) : 1 × 5 = 5

(i) বার্ষিক 20% হারে P টাকার 6 মাস অন্তর সুদ প্রদেয় হলে, 1.5 বছরের চক্রবৃদ্ধি সুদ ________ হবে।

(ii) x : y = 8 : 7 হলে, (7x – 3y) : (11x – 9y) = ________।

(iii) বৃত্তের একাধিক জ্যা কেন্দ্রে সমান সমান কোণ উৎপন্ন করলে জ্যাগুলির দৈর্ঘ্য ________ হয়।

(iv) $\sin 3\theta = \frac{1}{2}$ হলে, $\cos(80° + \theta)$ এর মান ________।

(v) একটি শঙ্কুর উচ্চতা 3 সেমি এবং ব্যাসার্ধ 24 সেমি হলে, তার আয়তন ________ হবে।

(vi) $\sum_{i=1}^{10}(11i)$-এর মান ________।

3. সত্য বা মিথ্যা লেখো (যে কোনো পাঁচটি) : 1 × 5 = 5

(i) অংশীদারি ব্যবসায় কমপক্ষে লোকের দরকার 3 জন।

(ii) $x + \frac{1}{x} = 2 (x \neq 1)$ একটি একচল বিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণ নয়।

(iii) তিনটি সমরেখ বিন্দু দিয়ে একটিমাত্র বৃত্ত আঁকা যায়।

(iv) $\sec^2 43° - \cot^2 47°$ এর সরলতম মান 1।

(v) একটি দ্বিতীয় ঘনকের প্রত্যেকটি ধার যদি প্রথম ঘনকের প্রত্যেকটি ধারের দ্বিগুণ হয় তাহলে দ্বিতীয় ঘনকের আয়তন প্রথম ঘনকের আয়তনের 4 গুণ হবে।

(vi) (x + 1), (x + 2), (x + 3), (x + 3), (x + 5), (x – 4), (x + 3) তথ্যের সংখ্যাগুরু মান 20 হলে, x-এর মান 15।

4. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (যে কোনো দশটি) : 2 × 10 = 20

(i) তিন বন্ধুর মূলধনের অনুপাত 4 : 7 : 9 এবং প্রথম বন্ধুর লাভ দ্বিতীয় বন্ধুর লাভের তুলনায় 60 টাকা কম। দ্বিতীয় ব্যক্তির লাভের পরিমাণ নির্ণয় করো।

(ii) বার্ষিক $6\frac{1}{4}\%$ সরল সুদে কিছু টাকা কত বছরে দ্বিগুণ হবে তা নির্ণয় করো।

(iii) $\sqrt{3} - 2$ এবং এর অনুবন্ধী করণীর যোগফল নির্ণয় করো।

(iv) $5x^2 - 3x + 6 = 0$ সমীকরণটির বীজদ্বয় α ও β হলে, $\left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}\right)$-এর মান নির্ণয় করো।

(v) একটি বৃত্তের ব্যাসের দৈর্ঘ্য 20 সেমি। যদি বৃত্তটির কেন্দ্র থেকে কোনো জ্যা-এর দূরত্ব 8 সেমি হয়, তাহলে জ্যাটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।

(vi) O কেন্দ্রীয় বৃত্তে PQ এবং PR দুটি জ্যা। Q এবং R বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকদ্বয় পরস্পরকে S বিন্দুতে ছেদ করে। যদি $\angle QSR = 70°$ হয়, তাহলে $\angle QPR$-এর মান নির্ণয় করো।

(vii) ABC ত্রিভুজের BC বাহুর সমান্তরাল সরলরেখা AB এবং AC বাহুকে যথাক্রমে P ও Q বিন্দুতে ছেদ করে। যদি AQ = 2AP হয়, তাহলে PB : QC-এর মান কত হবে?

(viii) $67\frac{1°}{2}$-এর বৃত্তীয় মান নির্ণয় করো।

(ix) যদি $\sec 3\theta = \operatorname{cosec} 2\theta$ হয়, যেখানে 3θ একটি ধনাত্মক সূক্ষ্মকোণ হয়, তাহলে θ-এর মান নির্ণয় করো।

(x) একটি নিরেট অর্ধগোলকের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল ও আয়তনের সাংখ্যমান সমান হলে অর্ধগোলকের ভূমির ব্যাসার্ধ নির্ণয় করো।

(xi) একটি ঘনকের কর্ণের দৈর্ঘ্য $4\sqrt{3}$ সেমি। ঘনকটির সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল কত হবে?

(xii) যদি $u_1 = \frac{x_i - 35}{10}$, $\sum f_i u_i = 30$ এবং $\sum f_i = 60$ হয়, তাহলে x-এর মান নির্ণয় করো।

5. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : 5

(a) একটি শহরের বর্তমান জনসংখ্যা 576000, যদি জনসংখ্যা প্রতি বছর $6\frac{2}{3}\%$ হিসাবে বাড়ে তাহলে 2 বছর আগে জনসংখ্যা কত ছিল তা নির্ণয় করো।

(b) নিবেদিতা ও উমা যথাক্রমে 3000 টাকা ও 5000 টাকা দিয়ে একটি ব্যবসা শুরু করল। 6 মাস পরে নিবেদিতা ব্যবসায়ে আরও 4000 টাকা দিল, কিন্তু 6 মাস পরে উমা 1000 টাকা তুলে নিল। এক বছরে 6175 টাকা লাভ হলে লাভের টাকা কে কত পাবে?

6. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : 3

(i) সমাধান করো : $\frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x} = 2\frac{1}{12}$

(ii) $(1+m^2)x^2 + 2mcx + (c^2 - a^2) = 0$ দ্বিঘাত সমীকরণের বীজ দুটি বাস্তব ও সমান হলে, প্রমাণ করো যে, $c^2 = a^2(1+m^2)$

7. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : 3

(i) $x = \frac{\sqrt{7}+\sqrt{3}}{\sqrt{7}-\sqrt{3}}$ এবং xy = 1 হলে প্রমাণ করো যে, $\frac{x^2+xy+y^2}{x^2-xy+y^2} = \frac{12}{11}$

(ii) যদি $\frac{x}{y} \propto (x+y)$ এবং $\frac{y}{x} \propto (x-y)$ হয় তবে দেখাও যে, $x^2 - y^2 =$ ধ্রুবক

8. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : 3

(i) a : b = c : d হলে, দেখাও যে, $(a^2+ab+b^2):(a^2-ab+b^2) = (c^2+cd+d^2):(c^2-cd+d^2)$

(ii) $\frac{x}{a} = \frac{y}{b} = \frac{z}{c}$ হলে, দেখাও যে $\frac{x^2-yz}{a^2-bc} = \frac{y^2-zx}{b^2-ca} = \frac{z^2-xy}{c^2-ab}$

9. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : 5

(i) প্রমাণ করো একই বৃত্তচাপের উপর অবস্থিত কেন্দ্রস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ।

(ii) যে কোনো সমকোণী ত্রিভুজের সমকৌণিক বিন্দু থেকে অতিভুজের উপর লম্ব অঙ্কন করলে, এই লম্বের উভয় পার্শ্বস্থিত ত্রিভুজদ্বয় সদৃশ এবং ওই ত্রিভুজগুলির প্রত্যেকে মূল ত্রিভুজের সঙ্গে সদৃশ হবে— প্রমাণ করো।

10. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : 3

(i) যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করো যে, কোনো বৃত্তের দুটি সমান জ্যা কেন্দ্র থেকে সমদূরবর্তী।

(ii) O কেন্দ্রীয় বৃত্তের AB ব্যাস। বৃত্তের উপরিস্থিত P বিন্দু থেকে AB ব্যাসের উপর অঙ্কিত লম্ব AB কে N বিন্দুতে ছেদ করে। প্রমাণ করো যে, $PB^2 = AB.BN$

11. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : 5

(i) ABC একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করো যার BC = 7 সেমি AB = 5 সেমি এবং AC = 6 সেমি। ত্রিভুজটির পরিবৃত্ত অঙ্কন করো। (কেবলমাত্র অঙ্কন চিহ্ন দিতে হবে।)

(ii) 3 সেমি দৈর্ঘ্যের ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি বৃত্ত অঙ্কন করে ওই বৃত্তের উপর অবস্থিত যে কোনো বিন্দুতে বৃত্তটির একটি স্পর্শক অঙ্কন করো।

12. যে কোনো দু'টি প্রশ্নের উত্তর দাও : 3 × 2 = 6

(i) $5\sin^2\theta + 4\cos^2\theta = \frac{9}{2}$ সম্পর্কটি থেকে $\tan\theta$-এর মান নির্ণয় করো।

(ii) $x \sin 45° \cos 45° \tan 60° = \tan^2 45° - \cos^2 60°$ হলে x এর মান নির্ণয় করো।

(iii) $\alpha + \beta = 90°$ হলে দেখাও যে $\frac{\sec\alpha}{\cos\alpha} - \cot^2\beta = 1$

13. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : 5

(i) একটি সোজা রাস্তার ঠিক উপর দিয়ে উড়ন্ত একটি বিমানের একজন যাত্রী ওই রাস্তার উপর অবস্থিত পরপর 1 কিলোমিটার দূরত্বের দুটো স্তম্ভকে যথাক্রমে 60° ও 30° অবনতি কোণে দেখতে পায়। ওই সময় রাস্তা থেকে বিমানটির উচ্চতা কত ছিল?

(ii) একটি গাড়ি নির্দিষ্ট বেগ নিয়ে একটি টাওয়ারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। টাওয়ারের চূড়া থেকে গাড়ির অবনতি কোণ 30° থেকে বৃদ্ধি পেয়ে একই দিকে 60° হতে 15 মিনিট সময় লাগে। আরও কত সময় পর গাড়িটি টাওয়ারের পাদদেশে পৌঁছাবে?

14. যে কোনো দু'টি প্রশ্নের উত্তর দাও : 4 × 2 = 8

(i) 9 মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট একটি লম্ব বৃত্তাকার চোঙাকৃতি ট্যাঙ্ক জলপূর্ণ আছে। 6 সেমি দৈর্ঘ্যের ব্যাসের একটি পাইপ দিয়ে মিনিটে 225 মিটার বেগে জল বের হয়। তাহলে 36 মিনিটে ট্যাঙ্কটির সমস্ত জল বেরিয়ে যায়। ট্যাঙ্কটির ব্যাসের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।

(ii) একটি দুই মুখ খোলা লোহার লম্ব বৃত্তাকার ফাঁপা চোঙের উচ্চতা 2.8 মিটার। চোঙটির অন্তর্ব্যাসের দৈর্ঘ্য 4.6 ডেসিমিটার এবং চোঙটি 84.48 ঘনডেসিমিটার লোহা দিয়ে তৈরি হলে বহির্ব্যাসের দৈর্ঘ্য কত?

(iii) একটি ঘনকের ও একটি গোলকের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল সমান। দেখাও যে, তাদের আয়তনের অনুপাত $\sqrt{11} : \sqrt{21}$।

15. যে কোনো দু'টি প্রশ্নের উত্তর দাও : 4 × 2 = 8

(i) নীচের পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকার নম্বরের যৌগিক গড় 24 হলে, P-এর মান নির্ণয় করো।

শ্রেণি-সীমানা (নম্বর)	0 – 10	10 – 20	20 – 30	30 – 40	40– 50
ছাত্রসংখ্যা	15	20	35	P	10

(ii) নীচের পরিসংখ্যা বিভাজন ছক থেকে মধ্যমা নির্ণয় করো।

শ্রেণি	0 – 10	10 – 20	20 – 30	30 – 40	40– 50	50 – 60
পরিসংখ্যা	8	10	24	16	15	7

(iii) 50 জন ছাত্রের গণিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের পরিসংখ্যা বিভাজন দেওয়া হল, সংখ্যাগুরু মান নির্ণয় করো।

শ্রেণি	21 – 25	26 – 30	31 – 35	36 – 40	41– 45	46 – 50
পরিসংখ্যা	2	8	10	15	10	5

উত্তর

1. (i) c (ii) c (iii) c (iv) c (v) d (vi) b **2.** (i) $\frac{331P}{1000}$ (ii) 7 : 5 (iii) সমান (iv) 0 (v) 576π (vi) 605 **3.** (i) মিথ্যা (ii) মিথ্যা (iii) মিথ্যা (iv) সত্য (v) মিথ্যা (vi) মিথ্যা **4.** (i) 140 টাকা (ii) 16 বছর (iii) –4 (iv) $\frac{1}{2}$ (v) 12 সেমি (vi) $\angle QPR = 55°$ বা 125° (vii) 1 : 2 (viii) $\frac{3\pi}{8}$ (ix) 18° (x) 4.5 একক (xi) 96 বর্গ সেন্টিমিটার (xii) 40 **5.** (i) 5,76,000 (ii) নিবেদিতা-3250 টাকা, উমা-2925 টাকা **6.** (i) 3, –4 **12.** (i) $\tan\theta = 1$ (ii) $x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ **13.** (i) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ কিলোমিটার (ii) 7.5 মিনিট **14.** (i) 1.8 মিটার (ii) 5 ডেসিমি. **15.** (i) 20 (ii) 29.17 (প্রায়) (iii) 38

একটি উচ্চমানের আদর্শ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
নাবাবীয়া মিশন
NABABIA MISSION
(An Educational Welfare Trust)
২০২৪ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি চলছে
মাইনান*খানাকুল*হুগলী*পিন-৭১২৪০৬
আবাসিক শিক্ষক-শিক্ষিকা চাই
২০২৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য আমরা সাফল্যের সহিত ২০০টি সিট করতে পেরেছি, যার মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা বেশি।
২০২৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য উচ্চমাধ্যমিক স্তরের জন্য বিষয় ভিত্তিক সমস্ত বিষয়ের আবাসিক শিক্ষক-শিক্ষিকা,অফিস স্টাফ(কম্পিউটার জানা বাধ্যতামূলক), রিসেপশনিস্ট ও সিকিউরিটি প্রয়োজন।আবেদনের জন্য আমাদের মিশনের নিম্নলিখিত ইমেইল আইডিতে বায়োডাটা পাঠান
ইন্টারভিউ - নভেম্বর।। নিয়োগ - ডিসেম্বরের ২০ তারিখের মধ্যে
সাম্মানিক: থাকা খাওয়া বাদে 10,000/- থেকে 15,000/- পর্যন্ত
বি, দ্রঃ বিভিন্ন বিভাগের আলাদা আলাদা সাম্মানিক
Email:nababiamission786@gmail.com // WhatsApp:9732381000

মাধ্যমিকের সেরা প্রস্তুতিতে টেস্ট পেপারের বিকল্প নেই
মাধ্যমিক ২০২৪ মক-টেস্ট পেপারস
৭টি বিষয়ের ৫৭টি প্রশ্নপত্র (সংক্ষিপ্ত উত্তরসহ)
৭টি বিষয়ের ১ সেট মডেল সম্পূর্ণ উত্তরসহ
● সঙ্গে ১০০ পাওয়ার কৌশল
● টাইম ম্যানেজমেন্ট
● প্রশ্ন নির্বাচনের পদ্ধতি
কথাশিল্প
১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
033-22417076, 9830493929
প্রতিটি জেলায় এবং স্টেশন সংলগ্ন বইয়ের দোকানে পাওয়া যাবে

মাধ্যমিক ২০২৪
টেস্ট পরীক্ষার বিশেষ প্রস্তুতি

মাধ্যমিক টেস্ট পরীক্ষার আগে তোমাদের ‘আপনজনে’ প্রকাশিত হবে প্রতিটি বিষয়ের সম্পূর্ণ ৯০ নম্বরের প্রশ্নপত্র, সঙ্গে দেওয়া থাকবে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর। অবশ্য অংকের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রশ্নপত্রের উত্তর দেওয়া হবে। তোমাদের জন্য এগুলি প্রস্তুত করেছেন অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকারা।
সৌজন্যে - মাধ্যমিক ২০২৪ কথাশিল্প মক টেস্ট পেপারস

জীবন বিজ্ঞান

মডেল প্রশ্নপত্র : সেট - ২

বিভাগ—ক

(সমস্ত প্রশ্নের উত্তর করা আবশ্যিক)

১. **প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে তার ক্রমিক সংখ্যাসহ লেখো:** ১ × ১৫ = ১৫

১.১ **নীচের কোন জোড়টি সঠিক নয় —**
(ক) ইউগ্লিনা - ফ্ল্যাজেলা (খ) অ্যামিবা - সিউডোপোডিয়া
(গ) মাছ - মায়োটম পেশি (ঘ) প্যারামেসিয়াম - ফ্ল্যাজেলা

১.২ **নীচের সঠিক বাক্যটি নির্বাচন করো—**
(ক) সাইটোকাইনিন উদ্ভিদের অকাল পত্রমোচন রোধ করে
(খ) অক্সিন শীর্ষমুকুলের অবাধ বৃদ্ধি রোধ করে পার্শ্বীয় মুকুলের বৃদ্ধি ও পরিস্ফুটনে সাহায্য করে
(গ) সাইটোকাইনিন ট্রপিক চলন নিয়ন্ত্রণ করে
(ঘ) অক্সিন বংশগতভাবে খর্ব উদ্ভিদের পর্বমধ্যের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে

১.৩ **নীচের কোন হরমোনটি উপধমনিকে সংকুচিত করে রক্ত চাপ বাড়ায়?**
(ক) FSH (খ) LH (গ) ADH (ঘ) TSH

১.৪ **মাইটোসিস কোশবিভাজনের ক্যারিওকাইনেসিসে নিম্নলিখিত ঘটনা দু’টি কোন্ কোন্ দশায় ঘটে—**
(অ) সেন্ট্রোমিয়ারের বিভাজন এবং অপত্য ক্রোমোজোমের সৃষ্টি
(আ) ক্রোমোজোমের বিষুবতল বরাবর নির্দিষ্ট নিয়মে সজ্জা
(ক) (অ) টেলোফেজ (আ) প্রোফেজ (খ) (অ) প্রোফেজ (আ) টেলোফেজ
(গ) (অ) অ্যানাফেজ (আ) মেটাফেজ (ঘ) (অ) মেটাফেজ (আ) অ্যানাফেজ

১.৫ **অযৌন জনন সম্পর্কিত নীচের কোন বক্তব্যটি সঠিক নয়?**
(ক) বিপরীত লিঙ্গের দু’টি জনিতৃ জীবের প্রয়োজন হয় (খ) রেণু-উৎপাদনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়
(গ) অ্যামাইটোসিস, মাইটোসিস বা মিয়োসিস নির্ভর (ঘ) অপত্য জীব হুবহু জনিতৃ জীবের মতো হয়

১.৬ **দুগ্ধপানের প্রতি প্রবণতা, অস্থি সন্ধিতে ব্যথা, দুধের দাঁত পড়ে গিয়ে স্থায়ী দাঁত ওঠা, ত্বকের শুষ্কতা বৃদ্ধি, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও ঘ্রাণশক্তি হ্রাস, যৌন জীবনের সূচনা, বিশ্লেষণী ক্ষমতার পরিণতি— এদের মধ্যে কতকগুলো মানববিকাশের বার্ধক্য দশার বৈশিষ্ট্য?**
(ক) 3 (খ) 5 (গ) 4 (ঘ) 1

১.৭ **একজন মহিলার শরীরে যে গ্যামেট উৎপন্ন হয় তার ক্রোমোজোম বিন্যাস কী ধরনের?**
(ক) 44AA + XX (খ) 22A + Y (গ) 22A + XY (ঘ) 22A + X

১.৮ **TTRr থেকে কত ধরনের গ্যামেট উৎপাদন হওয়া সম্ভব?**
(ক) এক ধরনের (খ) দুই ধরনের (গ) তিন ধরনের (ঘ) চার ধরনের

১.৯ **মানুষের ক্ষেত্রে অটোজোমাল ক্রোমোজোমঘটিত একটি রোগ হল—**
(ক) থ্যালাসেমিয়া (খ) বর্ণান্ধতা (গ) হিমোফিলিয়া (ঘ) যক্ষ্মা

১.১০ **‘ফিলোজফি জুলজিক’ গ্রন্থের প্রধান প্রতিপদ্য বিষয়টি কী?**
(ক) প্রকরণ (খ) অস্তিত্বের জন্য জীবন সংগ্রাম
(গ) প্রাকৃতিক নির্বাচন (ঘ) অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণ

১.১১ **মাংসের জন্য সংগ্রাম কোন্ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়?**
(ক) হরিণ ও বাইসন (খ) বাঘ ও চিতাবাঘ (গ) সিংহ ও হায়েনা (ঘ) বাঘ ও শিয়াল

১.১২ **নীচের কোন প্রয়োজনের জন্য মৌমাছি ওয়াগল নৃত্য করে?**
(ক) প্রজনন সংগী খোঁজা (খ) শত্রুর আক্রমণ এড়ানো
(গ) নতুন মৌচাক তৈরি (ঘ) মৌচাকের সদস্যদের খাদ্যের উৎস ও দূরত্বের সন্ধান দেওয়া

১.১৩ **সর্পগন্ধা ও ইলিশের বিপন্নতার কারণটি কী?**
(ক) দূষণ (খ) বহিরাগত প্রজাতির অনুপ্রবেশ (গ) অতিব্যবহার (ঘ) বিশ্ব উষ্ণায়ন

১.১৪ **নীচের কোন জোনটি সঠিক?**
(ক) DDT - বিশ্ব উষ্ণায়ন (খ) DDT - বায়োম্যাগনিফিকেশন
(গ) DDT - ইউট্রোফিকেশন (ঘ) DDT - অ্যাসিড বৃষ্টি

১.১৫ ক্রায়োপ্রিজারভেশন সংক্রান্ত নীচের কোন তথ্যটি সত্য?
(ক) –196ºC তাপমাত্রা ও তরল নাইট্রোজেন (খ) 96ºC তাপমাত্রা ও গ্যাসীয় নাইট্রোজেন
(গ) –196ºC তাপমাত্রা ও তরল হাইড্রোজেন (ঘ) 196ºC তাপমাত্রা ও তরল নাইট্রোজেন

বিভাগ—খ

২. **নীচের ২৬টি প্রশ্ন থেকে ২১টি প্রশ্নের উত্তর নির্দেশ অনুসারে লেখো:** ১ × ২১ = ২১

নীচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানগুলোতে উপযুক্ত শব্দ বসাও: (যে-কোনো পাঁচটি) ১ × ৫ = ৫

২.১ ____________ চাপ, তাপ, স্পর্শ, বেদনা প্রভৃতি অনুভূতি গ্রহণ করে গুরুমস্তিষ্কে প্রেরণ করে।
২.২ মিয়োসিসকে ____________ বিভাজন বলা হয়।
২.৩ TT বা ____________ জিনযুক্ত মটরগাছ হোমোজাইগাস জীবের উদাহরণ।
২.৪ সমসংস্থ অংগের উৎপত্তি ও অভ্যন্তরীণ গঠন একইরকম হওয়া সত্ত্বেও বাহ্যিক গঠন ও ____________ এর পার্থক্য লক্ষ করা যায়।
২.৫ হাইড্রো কার্বন ও ____________ এক ধরনের SPM।
২.৬ ____________ তে ব্রঙ্কিওলের পেশির খিঁচুনি ও টেনে টেনে শ্বাস নেওয়ার লক্ষণ দেখা যায়।

নীচের বাক্যগুলোর ‘সত্য’ অথবা ‘মিথ্যা’ নিরূপণ করো: (যে-কোনো পাঁচটি) ১ × ৫ = ৫

২.৭ কোনো রাসায়নিক বস্তুর তীব্রতা অনুসারে উদ্ভিদ-অংগে সিসমোন্যাস্টিক চলন ঘটে।
২.৮ গৌণ খাঁজ কাইনেটোকোর বিহীন।
২.৯ yyRr ও yyRR জিনোটাইপ একই ফিনোটাইপের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে।
২.১০ মিলার ও উরের পরীক্ষায় গ্লাইসিন নামক অ্যামাইনো অ্যাসিড সংশ্লেষিত হয়েছিল।
২.১১ বায়ো ম্যাগনিফিকেশন বায়ুদূষণের সংগে সম্পর্কিত।
২.১২ ডায়াবেটিস ইনসিপিডাসে মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

‘A’ স্তম্ভে দেওয়া শব্দের সঙ্গে ‘B’ স্তম্ভে দেওয়া সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত শব্দটির সমতাবিধান করে উভয় স্তম্ভের ক্রমিক নং উল্লেখসহ সঠিক জোড়াটি পুনরায় লেখো: (যে-কোনো পাঁচটি) ১ × ৫ = ৫

	‘A’- স্তম্ভ	‘B’- স্তম্ভ
২.১৩	দ্বিনেত্র দৃষ্টি	(ক) বহিঃস্থ ফুলকা খাঁজ ও একসারি অন্তস্থ যুগ্ম ফুলকা থলি
২.১৪	G_1 দশা	(খ) স্থানীয় জীবসম্পদ সম্বন্ধে জ্ঞান ও তাদের ব্যবহার
২.১৫	বর্ণান্ধতা	(গ) RNA, প্রোটিন ও রাইবোজোম সংশ্লেষিত হয়
২.১৬	তুলনামূলক ভ্রূণতত্ত্ব প্রমাণ	(ঘ) গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস
২.১৭	PBR	(ঙ) কোনো বস্তুর দূরত্ব সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়
২.১৮	অ্যাবডাকটর পেশি	(চ) ট্রাইসেপস্
		(ছ) X - ক্রোমোজোম বাহিত প্রচ্ছন্ন জিনঘটিত রোগ

একটি শব্দে বা একটি বাক্যে উত্তর দাও: (যে-কোনো ছয়টি) ১ × ৬ = ৬

২.১৯ বিসদৃশ শব্দটি বেছে লেখো:
ইনসুলিন, অ্যাসেটাইল কোলিন, থাইরক্সিন, প্রোজেস্টেরন।
২.২০ ডেনড্রনে উপস্থিত কিন্তু অ্যাক্সনে অনুপস্থিত এরূপ একটি গঠনের নাম লেখো।
২.২১ নীচে সম্পর্কযুক্ত একটি শব্দ জোড় দেওয়া আছে। প্রথম জোড়টির সম্পর্ক বুঝে দ্বিতীয় জোড়টির শূন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দ বসাও :
স্পাইরোগাইরা : খণ্ডীভবন :: ____________ : পুনরুৎপাদন।
২.২২ t, r, y কোন ধরনের গুণের সংকেত বহন করে?
২.২৩ কালো ও অমসৃণ লোমযুক্ত গিনিপিগের জিনোটাইপ $BBRR_1$ অপর কোন জিনোটাইপ এই ফিনোটাইপ নির্দেশ করতে পারে?
২.২৪ রেড গ্রন্থির কাজ কী?
২.২৫ প্রদত্ত চারটি বিষয়ের মধ্যে তিনটি একটি বিষয়ের অন্তর্গত। সে বিষয়টি খুঁজে বার করো এবং লেখো :
চিড়িয়াখানা, বোটানিক্যাল গার্ডেন, ক্রায়োসংরক্ষণ, এক্স-সিটু সংরক্ষণ
২.২৬ শব্দদূষণ প্রাণীদের কোন্ প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করে?

বিভাগ—গ

৩. **নীচের ১৭টি প্রশ্ন থেকে যে কোনো ১২টি প্রশ্নের উত্তর দুই-তিনটি বাক্যে লেখো :** ২ × ১২ = ২৪

৩.১ STH এর নীচের দু’টি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ভূমিকা ব্যাখ্যা করো—
- বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ
- বিপাক নিয়ন্ত্রণ

৩.২ স্নায়ুতন্ত্রে আবেগ পরিবহণে নিউরোগ্লিয়া কোশের কোনো ভূমিকা নেই। কিন্তু কী কী প্রয়োজনে নিউরোগ্লিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোশ হিসেবে কাজ করে?
৩.৩ মায়োপিয়া ও হাইপারোপিয়া ঘটিত ত্রুটিজনিত দৃষ্টি চিত্র অংকন করে ব্যাখ্যা করো।
৩.৪ ট্রপিক চলন ও ন্যাস্টিক চলনের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে পার্থক্য লেখো—
- বহিঃস্থ উদ্দীপকের সংগে সম্পর্ক
- চলনের প্রকৃতি
- সংঘটনস্থল
- অক্সিনের প্রভাব

৩.৫ অ্যামাইটোসিস কোশ বিভাজন পদ্ধতিটির বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করো।
৩.৬ উদ্ভিদকোশ ও প্রাণীকোশের মাইটোসিস পদ্ধতির মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে পার্থক্য নিরূপণ করো—
- বেমতন্তুর উৎপত্তিস্থল
- সাইটোকাইনেসিস পদ্ধতি

৩.৭ গ্রাফটিং পদ্ধতিটি চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো।
৩.৮ একটি সংকরায়ণের সাহায্যে প্রকট ও প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো।
৩.৯ মেন্ডেলের মটরগাছ সংক্রান্ত দ্বিসংকর জননের পরীক্ষায় F_2 জনুতে যে নতুন দু-ধরনের ফিনোটাইপ উৎপন্ন হয় তাদের সম্ভাব্য জিনোটাইপ কী কী হতে পারে?
৩.১০ সন্ধ্যামালতী ফুলের ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ প্রকটতা কীভাবে প্রকাশ পায় তা একটি ক্রসের সাহায্যে দেখাও।
৩.১১ জীবনের জৈব-রাসায়নিক উৎপত্তি সংক্রান্ত মিলার ও উরের পরীক্ষাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।
৩.১২ অভিব্যক্তির মুখ্য ঘটনাবলি একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখাও।
৩.১৩ ল্যামার্কের মতবাদের প্রধান দু’টি বক্তব্য ব্যাখ্যা করো।
৩.১৪ গ্রিনহাউস গ্যাসগুলো বায়ুদূষণের অন্যতম কারণ। এই গ্যাসগুলোর উৎসের একটি মানচিত্র নির্মাণ করো।
৩.১৫ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সমস্যাগুলো একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপনা করো।
৩.১৬ সুন্দরবনের একটি পরিবেশগত সমস্যা হল সমুদ্রের জলতলের উচ্চতা বৃদ্ধি— এর সম্ভাব্য ফলাফলগুলো বিশ্লেষণ করো।
৩.১৭ কুমিরের বিলুপ্তির সম্ভাব্য কারণ কী কী হতে পারে?

বিভাগ—ঘ

(দীর্ঘ উত্তরধর্মী প্রশ্ন)

৪. **নীচের ছয়টি বা তার বিকল্প প্রশ্নের উত্তর লেখো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ৫ (প্রশ্নের মান বিভাজন ৩+২, ২+৩ বা ৫ হতে পারে)** ৫ × ৬ = ৩০

৪.১ স্নায়ুকোশের একটি বিজ্ঞানসম্মত চিত্র অংকন করে নিম্নলিখিত অংশগুলো চিহ্নিত করো—
(ক) ডেনড্রন (খ) র‍্যাঁভিয়ার পর্ব (গ) সোয়ান কোশ (ঘ) মায়েলিন শিথ ৩+২

অথবা,

প্রাণী কোশের মাইটোসিস কোশ বিভাজনের মেটাফেজ দশার একটি বিজ্ঞানসম্মত চিত্র অংকন করে নিম্নলিখিত অংশগুলো চিহ্নিত করো—
(ক) ক্রোমোজোম (খ) বেমতন্তু (গ) অ্যাস্ট্রাল রশ্মি (ঘ) সেন্ট্রিওল ৩+২

৪.২ মাইটোসিস কোশবিভাজনের সংক্ষিপ্ততম দশার তিনটি বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করো। জিন, DNA ও ক্রোমোজোমের আন্তঃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করো। ৩+২

অথবা,

মানব বিকাশের পাঁচটি দশার একটি করে শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করো। ৫

৪.৩ মানুষের মধ্যে বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য কীভাবে প্রকাশ পায়? লিঙ্গ নির্ধারণ সম্পূর্ণরূপে পুরুষের ওপর নির্ভরশীল— তুমি কীভাবে প্রমাণ করবে?

অথবা,

রোগ প্রতিরোধে বিবাহের পূর্বে রক্ত পরীক্ষা করা বাঞ্ছনীয়— বক্তব্যটির যথার্থতা প্রমাণ করো। মেন্ডেলের মটরগাছ নির্বাচনের কারণ কী কী? ২+৩

৪.৪ অভিব্যক্তির মুখ্য ঘটনাবলির ক্রম নির্মাণ করো। ডারউইনের মতবাদ অনুযায়ী নীচের শব্দ দু’টি ব্যাখ্যা করো—
- যোগ্যতমের উদ্বর্তন
- প্রাকৃতিক নির্বাচন

৩+২

অথবা,

ঘোড়ার বিবর্তনগত বিভিন্ন ধাপের পরিবর্তনগুলো লিপিবদ্ধ করো। ৫

৪.৫ বায়ুদূষক গ্রিন হাউস গ্যাসগুলোর উৎসের একটি তালিকা তৈরি করো। শব্দদূষণের ফলে মানব শরীরে কী কী প্রভাব দেখা যায়? ৩+২

অথবা,

বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনের স্থিতিকরণের পদ্ধতিগুলো কী কী? SPM এর প্রকারভেদগুলোর নাম লেখো। ৩+২

৪.৬ বিভিন্ন কলকারখানার যন্ত্রের আওয়াজ শব্দদূষণের অন্যতম কারণ— বক্তব্যটি ব্যাখ্যা করো। বাসস্থান ধ্বংস কীভাবে জীববৈচিত্র্যের বিলুপ্তি ঘটাতে পারে উদাহরণসহ আলোচনা করো। ২+৩

অথবা,

বন্যপ্রাণ সংরক্ষণে অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান ও বারোস্ফিয়ার রিজার্ভের ভূমিকা কী কী? সুন্দরবনের একটি পরিবেশগত সমস্যা হল দূষণ— সমস্যাটির সংগে আধুনিক জীবনযাত্রার সম্পর্ক স্থাপন করো।

উত্তর

১। ১.১-(ঘ), ১.২- (ক), ১.৩-(গ), ১.৪-(গ), ১.৫-(ক) ১.৬-(ক), ১.৭-(ঘ), ১.৮-(খ) , ১.৯-(ক), ১.১০-(ঘ), ১.১১-(ক), ১.১২-(ঘ), ১.১৩-(গ), ১.১৪-(খ), ১.১৫-(ক)। ২। ২.১- থ্যালামাস, ২.২- হ্রাস/হেটেরোটাইপিক, ২.৩- tt/TTRR/ttrr, ২.৪-কার্য/কাজ, ২.৫- ধূলিকণা/ফিউম/মিস্ট/ধোঁয়া/পরাগরেণু/ধোঁয়াশা/ঝুল (বা যে-কোনো সঠিক উত্তর), ২.৬-অ্যাজমা/হাঁপানি, ২.৭-মিথ্যা, ২.৮-সত্য, ২.৯-সত্য, ২.১০-সত্য, ২.১১-মিথ্যা, ২.১২-মিথ্যা, ২.১৩-(ঙ), ২.১৪-(গ), ২.১৫-(ছ), ২.১৬-(ক), ২.১৭-(খ), ২.১৮-(ঘ), ২.১৯-অ্যাসেটাইলকোলিন, ২.২০-নিসল দানা, ২.২১-প্ল্যানেরিয়া, ২.২২-প্রচ্ছন্ন, ২.২৩- BBRr/BbRR/BbRr (যে-কোনো সঠিক উত্তর), ২.২৪-পটকাকে বায়ুপূর্ণ করে ফুলে উঠতে সাহায্য করে যার ফলে মাছ ভেসে ওঠে, ২.২৫-এক্স-সিটু সংরক্ষণ, ২.২৬-পরিযান/প্রজনন/বাসা তৈরি (যে-কোনো সঠিক উত্তর)।

সেমিফাইনাল বৃষ্টিতে ভেসে গেলে ফাইনালে কে যাবে, সেটাই প্রশ্ন

আপনজন ডেস্ক: ওয়ানডে বিশ্বকাপের গত আসরের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে। প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয় ভারত ও নিউজিল্যান্ড। বৃষ্টি বাধায় ম্যাচটি গড়ায় পরের দিনে। এবারের আসরেও প্রথম সেমিতে আগামীকাল মুখোমুখি হবে এই দুই দল। ফলে ঘুরেফিরে আবার আলোচনায় বৃষ্টি। এবারও সেই একইভাবে ম্যাচের ফল নির্ধারণ হবে কিনা এ নিয়ে কৌতূহল রয়েছে সবার।

আগামীকাল মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে প্রথম সেমিফাইনালে ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামবে নিউজিল্যান্ড। আগামীকাল মুম্বাইয়ে তাপমাত্রা থাকবে ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা থাকবে ৪৯ শতাংশ। কিন্তু নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে মুম্বাইয়ে অনেক সময় বৃষ্টি হয়। ফলে আগামীকাল বৃষ্টির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

বৃষ্টির কথা বিবেচনায় রেখেই সেমিফাইনালের জন্য একদিন করে রিজার্ভ রেখেছে আইসিসি। যদি কোনও কারণে আজ খেলা না হয় সেক্ষেত্রে যেখানে থামবে সেখান থেকেই শুরু হবে বৃহস্পতিবার। ওভার কাটা গেলেও বৃষ্টি আইন প্রয়োগ করতে আগামীকাল ও বৃহস্পতিবার মিলে দু'দলকে অন্তত ২০ ওভার করে ব্যাট করতে হবে।

তবে যদি কোনোভাবেই দুই দল দুই দিন মিলে ২০ ওভার ব্যাটিং করতে না পারে তখন ম্যাচ পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা করা হবে। সেক্ষেত্রে ফাইনালের দরজা খুলে যাবে ভারতের সামনে। কারণ, ভারত নিজেদের সব ক'টি ম্যাচ জিতে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থেকে রাউন্ড রবিন পর্ব শেষ করেছে। অন্যদিকে ৪ নম্বরে থাকা নিউজিল্যান্ডের পয়েন্ট ১০। আর বিশ্বকাপের নিয়ম অনুযায়ী কোনো কারণে নকআউটের ম্যাচ না হলে পয়েন্ট টেবিলে উপরে থাকা দল পরের রাউন্ডে উঠে যাবে।

এর আগে গত বিশ্বকাপে দুইদিনে গড়ানো সেমিফাইনালে ভারতকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে নিউজিল্যান্ড। এবার অবশ্য গ্রুপ পর্বের দেখায় কিউইদের বিপক্ষে জয় পেয়েছে টিম ইন্ডিয়া।

ভারতের 'সেমিফাইনাল ইতিহাস' নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না রোহিত

আপনজন ডেস্ক: ভারত কি বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম বড় 'চোকার'? একটা সময় ছিল যখন 'চোকার' তকমা এককভাবেই দক্ষিণ আফ্রিকার নামের সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু হালে কেউ কেউ ভারতকেও যে 'চোকার' হিসেবে বিশেষায়িত করতে চান।

এর পক্ষে যুক্তি বেশ জোরালোই। বিশেষ করে ২০১১ বিশ্বকাপ জেতার পর যত দিন যাচ্ছে, ভারতের নামের সঙ্গে এই চোকিং ব্যাপারটি চলে আসছে। ২০১৫ সালে অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে কী দুর্দান্তই না খেলেছিল মহেন্দ্র সিং ধোনির ভারত। গ্রুপ পর্ব আর কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত প্রতিপক্ষ পাত্তাই পায়নি ভারতের সামনে। কিন্তু সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হলো ভারতের। ২০১৯ সালে ইংল্যান্ড বিশ্বকাপেও একই ব্যাপার। দারুণ গতিতে ছুটে চলা ভারতের বিদায় হলো সেমিফাইনালে হেরে, নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে আচমকা ব্যাটিং বিপর্যয়ে। তাও ধোনি আর রবীন্দ্র জাদেজা মিলে সেই ক্ষতি পুষিয়ে জয়ের পথেই নিয়ে যাচ্ছিলেন দলকে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি ধোনির সেই বিখ্যাত রান আউটে।

ওয়ানডে বিশ্বকাপ বাদ দিন, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও তো এক দশকে একই ব্যাপার। ২০১৪ সালে ঢাকায় ফাইনালে হার, ২০১৬ সালে সেমিফাইনালে বিদায়। ২০২১ সালে সেমিফাইনালেই উঠতে না পারা ভারত ২০২২ সালে অস্ট্রেলিয়ার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিতে হেরে গেল ইংল্যান্ডের বিপক্ষে, তা-ও ১০ উইকেটের বড় ব্যবধানে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে পরপর দুইবার ফাইনালে উঠেও হার; ভারতকে এরপর কেউ যদি 'চোকার' বলেন, তাহলে তাঁকে কি দোষ দেওয়া যায়?

বিশ্বকাপে আরও একটি সেমিফাইনালে নামছে ভারত।

এবার ঘরের মাটিতে। রাউন্ড রবিন লিগের প্রতিটি ম্যাচই জিতেছে রোহিত শর্মার দল। প্রায় প্রতিটি ম্যাচেই প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে দিয়ে। তবে রাউন্ড রবিন লিগে যে দলের সঙ্গে প্রবল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি ভারত হয়েছিল, সেমিফাইনালটা তাদের সঙ্গেই। কাল মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে 'সেমিফাইনাল জুজু' কি ভারতকে তাড়া করবে?

রোহিত শর্মাকে এ প্রসঙ্গে কথা বলতে হলো ম্যাচের আগের সংবাদ সম্মেলনে। সেমিফাইনালের আগে ভারতীয় দলের খেলোয়াড়েরা ইতিহাসকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন? ইতিহাস তাঁদের কতটা তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে? রোহিত এমন প্রশ্নের দারুণ এক জবাব দিয়েছেন, 'এই যে আমরা সেমিফাইনালে উঠে বারবার হেরেছি, এটাই খেলাটার সৌন্দর্য। দেখুন, আমরা যখন ১৯৮৩ সালে প্রথম বিশ্বকাপ জিতি, তখন আমাদের বর্তমান দলের বেশির ভাগ খেলোয়াড়ের জন্মই হয়নি। এমনকি ২০১১ বিশ্বকাপ জেতার সময় এই স্কোয়াডের অনেকে ক্রিকেট খেলাই শুরু করেনি। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, সেটা হলো, তারা অতীত নিয়ে অতটা ভাবে না। তারা বরং বর্তমানটাই মাথায় রাখে। আজ কী করল, কাল কী করবে, তাদের ভাবনা এই নিয়েই। আমি কাউকেই অতীত নিয়ে কথা বলতে দেখিনি বা শুনিনি। তাদের মনোযোগ ক্রিকেটার হিসেবে নিজেদের তারা কতটা এগিয়ে নিতে পারবে, তা নিয়েই। এটিই এই স্কোয়াডের খেলোয়াড়দের বৈশিষ্ট্য। এটা আমি মনে করি খুব ভালো একটা ব্যাপার।'

বিশ্বকাপে ম্যাচ ধরে ধরেই ভারত এগিয়েছে বলে জানিয়েছেন অধিনায়ক, 'বিশ্বকাপের মতো বড় ও দীর্ঘ এই টুর্নামেন্টে ম্যাচ ধরে ধরে এগোনোই ভালো। আমরা সেটিই করেছি।'

রোহিত অতীত নিয়ে ভাবছেন না। কিন্তু অতীত থেকেই তো লোকে শিক্ষা নেয়। এতগুলো বৈশ্বিক টুর্নামেন্টে আসল সময়ে হেরে যাওয়ার ব্যাপারটি থেকে ভারত কি আসলেই কোনো শিক্ষা নেবে না, যে শিক্ষা মুম্বাইয়ে অধিনায়ক হিসেবে রোহিত কাজে লাগাবেন! এমন প্রশ্নের জবাবেও গতানুগতিক ভারত অধিনায়ক, 'অবশ্যই সাফল্য না পেলে অনেক কিছু শিক্ষণীয় থাকে সেসব ব্যাপারে। কোন জায়গায় ভুলটা হলো, কেন হারলাম–এসব নিয়ে আলোচনা হয়। খেলোয়াড়েরাও শেখে। তবে আমি বলতে চাই, অতীতে যেসব দল খেলেছে, তারের সঙ্গে আমাদের এই দলের কোনো সম্পর্কই নেই। এটা পুরোপুরি ভিন্ন ধরনের দল। এমনকি ২০১৯ সাল থেকেও এই দল ভিন্ন। আমরা অবশ্যই আগের ব্যর্থতাগুলো থেকে শিখেছি। তবে এটা বলব, সেই সব ম্যাচ, ব্যর্থতাগুলো আমরা অতীতেই ফেলে এসেছি।'

বাবা পেশায় জেলে, বিশ্বকাপে নেট বোলিং-এর নজর কাড়ল বসিরহাটের ছেলে জিন্না

নিজস্ব প্রতিনিধি ● বসিরহাট

আপনজন: বিশ্বকাপে নেটে বল করে প্রশংসিত হয়েছেন। পাক ক্রিকেটার বাবর আজম জিন্নার বোলিং-এ মুগ্ধ হয়ে জার্সিও উপহার দিয়েছেন। আঙুলের চাপে যেন স্বপ্নরাও আন্দুলিত হয়। ক্রিকেট বিশ্বকাপের মাঠে নেট বোলিং-এ মাঠ কাঁপাচ্ছেন উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাটের বিবিপুরের হত দরিদ্র পরিবারের ছেলে জিন্না মণ্ডল। বাবা পেশায় জেলে কোন রকমে অভাব অনটনে সংসার চালান। অভাবী সংসারে জিন্নার ক্রিকেটের হাতেখড়ি গ্রামের রাস্তায় পড়ে থাকা মুচি ডাব নিয়ে। সেখান থেকে টেনিস বলে হাত পাকিয়ে পাড়ার মাঠে খেলা শুরু। এরকম গ্রামে না আছে ভালো কোচ না ক্রিকেট কোচিং সেন্টার। টেনিস বলে ভাল খেলেই এলাকার এক ক্রিকেটপ্রেমীর নজরে পড়ে জিন্না। তার খেলা দেখে বিনা পয়সায় খেলা শেখাতে রাজি হন কোচেরা। এখন সে সিএবি ক্রিকেট লিগে খেলছে। ক্রিকেট ময়দানে জিন্নাকে গড়ে উঠতে সাহায্য করছেন বাংলার ক্রিকেটার সৌরভ সরকার।

নিজের বাড়ি থেকেই কাকড়া মির্জানগর স্টেশন দূরত্ব প্রায় ১০ কিলোমিটার। ভোর রাতেই গোটা গ্রাম তখন শুনশান। সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল বছর একুশের ছেলেটা। রাতের বেলা কেউ এখন হুড়মুড়িয়ে সাইকেল চালানো দেখে অবাক হন না। সকলেই জানেন, জিন্না সাইকেল চালিয়ে ফার্স্ট ট্রেন ধরতে ছুটছে। সাইকেল চালিয়ে স্টেশন, অতঃপর সেখান থেকে কলকাতা। অনুশীলন শেষে বাড়ি ফিরে জিন্না জানলার ছেঁড়া পর্দার ফাঁক দিয়ে ওইটুকুই আশার আলো ঘরের মেঝেয় এসে পড়েন। কলকাতা ময়দানের দ্বিতীয় ডিভিশন ক্লাব সেন্ট্রাল ক্যালকাটা ক্লাবের বছর একুশের ছেলেটি

পাকিস্তানের নেটে বল করার সুযোগ পেয়ে চমকে দিয়েছে বাবর আজমদের। আনকোরা বোলারের সামনে পাক ব্যাটসম্যানরা সমস্যায় পড়েন। বোলিং মুগ্ধ করলেও বল করার টেকনিকে কিছু ত্রুটি ছিল জিন্নাহর। সেটাই শুধরে দেন মর্নি মর্কেল। আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেটারদের পরামর্শে উদ্বুদ্ধ। নেট বোলার হিসেবে জিন্নাহর ইডেনে বোলিং করার অভিজ্ঞতা নতুন নয়। এর আগে আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালোরের নেটেও বল করেছিলেন। বিশ্বকাপের মঞ্চে ইডেনে নেটে বল করে প্রশংসিত হওয়ার পরে বাংলার সিনিয়র ক্রিকেট দলের প্র্যাকটিসেও নেট বোলার হিসেবে ডাক পেয়েছেন। সেখানেও প্রশংসিত হয়েছে তার বোলিং। ছোটোবেলা থেকেই জিন্না কখনও স্বচ্ছল সংসার দেখেনি। বাবা-মা, দুই ভাই এবং এক বোনকে নিয়েই তাঁর গোটা পৃথিবী। সংসারে যে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, সেকথা বলাই বাহুল্য। তবে বাড়িতে থাকলে বাবার সঙ্গে মাঝেমধ্যেই মাছ ধরতে যায় জিন্না। জিন্না খেলার জন্য পাশে পেয়েছেন এলাকাবাসীদের। স্থানীয় বাসিন্দা কাজি মাহমুদ হাসান বলেন, " জিন্নার গায়ে একদিন দেশের জার্সি গায়ে উঠুক, গ্যালারিতে দেশের পতাকা হাতে জিন্নার খেলা দেখতে চাই আমরা।" জিন্নার ২২ গজের লড়াই হয়ত এখনও সেভাবে প্রচারের আলো পায়নি, কিন্তু তাঁর অদম্য জেদ প্রতিদিন তাঁতিয়ে তুলছে। বাঁধা পেরিয়ে সাফল্যের পথে হাঁটা শুরু। তবে 'গরীবীর' কাছে হার মেনে কখনই তিনি থেমে যাননি। বুকে জেদ ও চোখে একরাশ স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। জিন্নার গায়ে একদিন দেশের জার্সি গায়ে উঠুক, গ্যালারিতে দেশের পতাকা হাতে জিন্নার খেলা দেখতে চায় এলাকাবাসী থেকে বসিরহাটের সাধারণ মানুষ।

ষড়যন্ত্রের তথ্য ফাঁস করলেন শ্রীলঙ্কার প্রধান নির্বাচক

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বকাপে ভরাডুবি নিয়ে এমনিতেই শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটে (এসএলসি) টালমাটাল অবস্থা। পয়েন্ট তালিকার নয়ে থেকে বিশ্বকাপ শেষ করায় লঙ্কানরা ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে খেলার যোগ্যতা অর্জনেও ব্যর্থ হয়েছে। এসবের সঙ্গে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হয়ে এসেছে আইসিসির নিষেধাজ্ঞা। বোর্ডে দুর্নীতির অভিযোগ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপের কারণে এসএলসির সদস্যপদ স্থগিত করেছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

স্মরণকালের গভীরতম দুঃসময় পার করতে থাকা শ্রীলঙ্কা দল বিশ্বকাপে ব্যর্থ অভিযান শেষে গত পরশু দেশে ফিরেছে। কলম্বোর বন্দরনায়েক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছেই নতুন ঝড়ের ইঙ্গিত দেন প্রধান নির্বাচক প্রমোদ্য বিক্রমাসিংহে। সংবাদিকদের বিক্রমাসিংহে জানান, দুই দিনের মধ্যে তার সব ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দেবেন। আজ পাঁচ পৃষ্ঠার দীর্ঘ বিবৃতিতে তিনি বোমা ফাটিয়েছেন। নিউজওয়্যার, ডেইলি মিরর, ডেইলি নিউজ, এডিএ ডেরানাসহ শ্রীলঙ্কার বেশ কয়েকটি শীর্ষ সংবাদমাধ্যম এ নিয়ে প্রতিবেদন করেছে। বিবৃতিতে বেশ কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ এনেছেন বিক্রমাসিংহে। এসএলসির প্রশাসনকে ধ্বংস করতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করা, খেলোয়াড় নির্বাচনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় পরিচয় বিবেচনায় নেওয়া, দালালদের ম্যাচ গড়াপেটা ও জুয়ার সঙ্গে জড়িয়ে পড়া, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গাকে বিশ্বকাপ দলে রাখতে চাইলেও বাধা দেওয়ার মতো অভিযোগ তুলেছেন। এ ছাড়া বোর্ডের ক্ষমতা পাওয়ার আশায় প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী কয়েকজনের দিকেও আঙুল তুলেছেন। ৫৫ বছর বয়সী প্রমোদ্য বিক্রমাসিংহে লিখেছেন, 'আমি বিশ্বাস করি যে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের বর্তমান দুর্দশা দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন পর্যায়ে চলতে থাকা বহুমুখী ষড়যন্ত্রের ফল। শ্রীলঙ্কার ওপর (আইসিসির) আরোপিত নিষেধাজ্ঞাও একই প্রক্রিয়ার ফল। এসব ষড়যন্ত্রের পেছনে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থের উচ্চাকাঙ্ক্ষা লক্ষ করেছি। এরা সমাজে বেশ দক্ষতার সঙ্গে এমন ভান করছে যেন তারাই ক্রিকেট বাঁচাতে চাইছে। আসলে এরা প্রাসঙ্গিক তথ্য পাচার করে সমাজকে বিভ্রান্ত করছে।'

বিক্রমাসিংহে বিবৃতিতে আরও জানিয়েছেন, ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন বিশ্লেষণ ও মতামত প্রকাশে বিনিয়োগ করেছিল। এ কারণে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে তাদের ষড়যন্ত্রের 'প্রজননক্ষেত্র' উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন, 'ষড়যন্ত্রকারীরা এসএলসির নির্বাচক কমিটিকে দুর্বল করতে নানা রকম পদক্ষেপ নিয়েছিল। তাদের এই কর্মকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য ছিল নির্বাচক কমিটির পেশাদারত্বের প্রতি মানুষের আস্থা নষ্ট করা।' তবে আড়াই বছরে নিজের দায়িত্ব সততা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে পালন করেছেন বলে দাবি করেছেন বিক্রমাসিংহে। দল নির্বাচনে শ্রীলঙ্কার ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দৃঢ় নীতির অভাবকেও দুষেছেন বিক্রমাসিংহে। উদাহরণ টানতে গিয়ে তিনি আরেকটি বোমা ফাটিয়েছেন। বিশ্বকাপের আগে চোট থেকে পুরোপুরি সেরে না উঠলেও তারকা অলরাউন্ডার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ও পেসার দুষ্মন্ত চামিরাকে তিনি স্কোয়াডে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ক্রীড়ামন্ত্রী রোশান রানাসিংহে নাকি হাসারাঙ্গা ও চামিরাকে দলে নেওয়ার ব্যাপারে আপত্তি জানান। লাহিরু কুমারা চোটে ছিটকে গেলে পরে চামিরাকে নেওয়া হলেও হাসারাঙ্গাকে উপেক্ষিতই থাকতে হয়। গত বছর অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও ব্যর্থ হয়েছিল শ্রীলঙ্কা। টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচেই লঙ্কানরা নামিবিয়ার কাছে হেরে যায়। সেই ধাক্কা সামলে প্রথম রাউন্ডের বাধা টপকালেও সুপার টুয়েলভে গিয়ে আবারও খেই হারিয়ে ফেলে। এই পর্বে পাঁচ ম্যাচের তিনটিতে হেরে সেমিফাইনালের আগেই বাদ পড়ে যায়।

রাহুলের আক্ষেপ–সফল রিভিউর কৃতিত্ব তাঁকে দেন না বুমরা-শামি-সিরাজরা

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ভারতকে জিতিয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন লোকেশ রাহুল। অস্ট্রেলিয়ার 'যথেষ্ট রান না করায়' রাহুলকে সে ম্যাচে শতকের আক্ষেপে (অপরাজিত ৯৭) পুড়তে হয়েছে।

৩১ বছর বয়সী রাহুল যে ছন্দে ছিলেন, তাতে মনে হচ্ছিল শিগগিরই শতকের আক্ষেপ ঘুচে যাবে। তবে সেটা হয়নি। পরের সাত ম্যাচের ছয়টিতে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেলেও একটি অর্ধশতকও পাননি। অবশ্য এর মধ্যে দুটি ম্যাচে ছিলেন অপরাজিত। তিনটিতে থিতু হওয়ার পরও ইনিংস বড় করতে পারেননি। ভারতের এই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যানের 'সাময়িক রান-খরা' অবশেষে কেটেছে। জন্মের শহর বেঙ্গালুরুতে পরশু নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ৬৪ বলে করেছেন ১০২ রান। বিশ্বকাপ ইতিহাসে কোনো ভারতীয় ব্যাটসম্যানের দ্রুততম। মুম্বাইয়ে আগামীকাল বুধবার নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সেমিফাইনাল খেলতে নামার আগে এই শতক স্বাভাবিকভাবেই রাহুলের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে। পরশু ম্যাচ শেষে সে কথা জানিয়েছেনও। তবে ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি উইকেটকিপিংয়েও যে বেশ ভালো করছেন, সেটাও মনে করিয়ে দিয়েছেন রাহুল। একই সঙ্গে মজা করে বলেছেন, ডিআরএসে সাফল্যের কৃতিত্ব সতীর্থ বোলাররা তাঁকে দেন না।

বিশ্বকাপে উইকেটের পেছনে দাঁড়িয়ে এখন পর্যন্ত ১১টি ক্যাচ নিয়েছেন ও একটি স্টাম্পিং করেছেন রাহুল। ডিসমিসালে তাঁর চেয়ে এগিয়ে আছেন শুধু দুজন–দক্ষিণ আফ্রিকার উইকেটরক্ষক কুইন্টন ডি কক (১৯) ও নেদারল্যান্ডস অধিনায়ক স্কট এডওয়ার্ডস (১৫)। আম্পায়ার্স ডিসিশন রিভিউ সিস্টেমের (ডিআরএস) ক্ষেত্রেও ভারতের সাফল্যের পেছনে রাহুলের বড় অবদান আছে। কোনো দল ডিআরএস নেবে কি নেবে না, সেই সিদ্ধান্ত অধিনায়ক নিয়ে থাকলেও ভারতের ক্ষেত্রে রাহুলের সিদ্ধান্তকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় বলে জানিয়েছিলেন রোহিত শর্মা। উদাহরণ হিসেবে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচের একটি মুহূর্ত সামনে আনা যেতে পারে। মোহাম্মদ শামির বল দুষ্মন্ত চামিরার ব্যাটে হালকা ছোঁয়া লেগে বল রাহুলের গ্লাভসবন্দী হয়। বোলার ও কোনো ফিল্ডার আবেদন না করলেও শুধু রাহুলই রিভিউ নিতে বলেছিলেন। তাঁর কথায় সাড়া দিয়ে রিভিউ নেন রোহিত। 'আল্ট্রা এজ' প্রযুক্তিতে ধরা পড়ে, বল চামিরার ব্যাটে আলতো ছোঁয়া দিয়ে রাহুলের গ্লাভসে যায়। তাই শূন্য রানেই আউট হয়ে চামিরাকে মাঠ ছাড়তে হয়।

সেই প্রসঙ্গ টেনেই রাহুল বলেছেন, 'উইকেটকিপিং করাটা মাঝেমধ্যে কঠিন হয়ে যায়। কিন্তু আমি সারাক্ষণ ম্যাচে থাকাটা উপভোগ করি। বোলাররা ডিআরএস আবেদনের সময় আমাকে চ্যালেঞ্জ জানায়। কিন্তু তারা আমাকে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেয় না।'

কোহলি ও ভারতীয় দলকে মুলারের শুভকামনা

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বকাপের প্রথম পর্বে ৯ ম্যাচের সব কটি জিতে সেমিফাইনালে উঠেছে ভারত। টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত একমাত্র অপরাজিত দলও স্বাগতিকেরা। সোনালি ট্রফি থেকে দুই ধাপ দূরে থাকা ভারত আগামীকাল মুম্বাইয়ে প্রথম সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হবে। ফাইনালে ওঠার লড়াই সামনে রেখে বিরাট কোহলি ও ভারতীয় দলকে শুভকামনা জানিয়েছেন জার্মানির বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার টমাস মুলার। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গত রাতে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন মুলার। সে সময় তিনি ছিলেন তাঁর ক্লাব বায়ার্ন মিউনিখের ট্রেনিং গ্রাউন্ড সাবেনের স্ট্রাসেতে। ৩৪ বছর বয়সী ফরোয়ার্ডের গায়েও ছিল বায়ার্নের অনুশীলন জার্সি। উচ্ছ্বসিত মুলার এরপর তাঁর সামনে রাখা একটি বক্স থেকে ভারতের জার্সি বের করেন, যার পেছনে লেখা 'মুলার ২৫'। কোহলির উদ্দেশে ভিডিও বার্তায় বলেন, 'কোহলি এটা দেখো। শার্টটি উপহার দেওয়ায় ভারতীয় দলকে ধন্যবাদ এবং বিশ্বকাপের জন্য শুভকামনা। এটা আমার জন্য আনন্দের। আমি আমার বাগানে ক্রিকেট খেলার চেষ্টা করব।' এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, এত খেলোয়াড় ও দল থাকতে মুলার হঠাৎ কোহলি ও ভারতকে শুভকামনা জানালেন কেন? উত্তরটা হলো ফুটবলে কোহলি জার্মানির সমর্থক। বিশ্বকাপ ও ইউরোর সময় জার্মান দলকে শুভকামনা জানিয়েছিলেন ভারতীয় তারকা। তাকে জার্মানির জার্সিও উপহার দিয়েছিলেন রিয়াল মাদ্রিদের জার্মান ফরোয়ার্ড টনি ক্রুস।

হজ ● উমরাহ ● জিয়ারত
মদিনা ট্রাভেলস
Gov. Reg. IV-1603-00060
গ্রাম ও পোস্ট: চৌহাটি, থানা সোনারপুর, কলকাতা-৭০০১৪৯
মাওলানা ইমাম হোসেন মাযাহেরী, ফোন: ৯৮৩৩৪০১০৫৭
আপনি কি ২০২৩-২৪ এ হজে যেতে চান তাহলে যোগাযোগ করুন। কম খরচে উচ্চমানের পরিষেবা দেওয়া আমাদের লক্ষ্য।
গ্রীন প্যাকেজ ৯৫,০০০ টাকা
সঙ্গে বিশেষ উপহার সাইড ব্যাগ, নামাজ পাটি, সাতদানা, তসবি, মেসওয়াক, গাইড বুক এবং জমজম পানি
নর্মাল প্যাকেজ ৮৫,০০০ টাকা
আগামী ২৪ নভেম্বর গ্রুপে যাচ্ছেন সভাপতি মুফতি বিয়াকত সাহেব, শাইখুল হাদিস, যুগদিয়া ফোন: ৯৭৩৫৫৬৪২১৬
১৫-১৭ দিনের জন্য উমরাহ স্পেশাল ব্যবস্থা
সমস্ত উমরাহ ও জিয়ারত অভিজ্ঞ আলেম গাইড দ্বারা সুব্যবস্থা ● মক্কা ও মদিনা হোটেলে খুব কাছাকাছি থাকার ব্যবস্থা ● ৩ টাইম বাঙালি রুচি সম্মত খাবারের ব্যবস্থা ● মক্কা ও মদিনায় সমস্ত জিয়ারত ও সাইড সিনের ব্যবস্থা
কম খরচের জন্য যোগাযোগ করুন: আরিফ ভাই (কলকাতা, জাকারিয়া স্ট্রিট) 9339679880 ● মাস্টার হাজি আবু তাহের (লালবাগ, মুর্শিদাবাদ) 9609448374 ● মাও. মহাসিন (গঙ্গাসাগর) 7060116520 ● হাজি নুর মহম্মদ (পাথরপ্রতিমা, পলাশি, নদিয়া) 8900022965 ● মাও. সফিক (উত্তর ২৪ পরগনা) 7602158791 ● মাস্টার আব্দুর সত্তার (নজরুল সরণী, বারুইপুর) 9836750475 ● ডা. সফিউল্লা (রায়দিঘি, কৌতলা) 8972989711 ● হাফেজ হাবিবুর রহমান (কামালগাছি) 993390506 ● হাজি আব্দুর রহমান (খাসমল্লিক) 8748607392

ভরসা একমাত্র আল্লাহ
সেহারাবাজার রহমানিয়া আল-আমীন মিশন (বালক)
অফিস: 6294233308/ 7478196702 / 9475244994
ফর্ম পাওয়া যাচ্ছে ২৫শে সেপ্টেম্বর ২০২৩ হইতে
মিশন অ্যাডমিশন টেস্ট ১২ই নভেম্বর, ২০২৩, রবিবার, বেলা ১২ টায়
ফলাফল: ১৯শে নভেম্বর, ২০২৩ (মিশন অফিসে)
ফর্ম পাওয়া যাবে-
পরীক্ষাকেন্দ্র-

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় দফতর: আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. Editorial Office: 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 Editor: Zaidul Haque